POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ وَرِضۡوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكۡبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ

মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা। (তওবা: ৭২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 18

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 2 May, 2024 23 শওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

অসৎ চিন্তা ও সংশয়বাদ অতিশয় মন্দ বিষয়। এটি মানুষকে বহু পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখে। এবং ক্রমশ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, মানুষ খোদাকেও সন্দেহ করে বসে।

আমি ডেকে ডেকে এবং খোদার কসম খেয়ে সকলকে বলেছি যে আমি মুসলমান। কুরআন করীমকে খাতামুল কুতুব এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে মান্য করি এবং ইসলামকে একটি জীবিত ধর্ম ও প্রকৃত নাজাতের পথ আখ্যায়িত করি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

জামাতের উদ্দেশ্যে উপদেশ

যেমনটি চিকিৎসকের জন্য ঠিকমত রোগনির্ণয় করা আবশ্যক, ঠিক তেমনি যারা ওয়াজ নসীহত করেন, তাদের কর্তব্য হল নসীহত করার পূর্বে মানুষের সেই সব রোগব্যধিকে দৃষ্টিপটে রাখা যাতে তারা আক্রান্ত আছে। কিন্তু সমস্যা এটাই যে, এই অন্তদৃষ্টি, জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতা প্রকৃত ওয়াজকারীদের ছাড়া অন্যদের মাঝে খুব সামান্য পরিমাণ থাকে আর একারণেই যদিও দেশে হাজার হাজার ওয়াজকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা দিন দিন আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। ঈমান, আকিদা এবং নৈতিকতায় বিচ্যুতি ও দুর্বলতার প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা এই কারণে যে উপদেশগুলি সত্যশূন্য ও আত্মাহীন। এগুলির বাড়বাড়ন্ত দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আমার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে একথাই বলতে চাই যে, যেহেতু তরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজেদের অন্তরে সত্যের পিপাসা অনুভব করেছে, অতএব তারা সত্যগ্রহণের ক্ষেত্রে যেন কোন প্রকার দ্বিধা না করে। যদিও উপদেশকারীরা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরোক্ষভাবে কিছু পাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু কেবল এই একটি কারণেই তাদের উপদেশের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা যারা তাদের প্রার্থনা শুনে তাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, তারাও তো সমান দোষে দুষ্ট। কেউ কি কখনও কোনও পান্না বা দুর্লভ রত্নকে এই কারণে ছুড়ে ফেলেছে যে সেটা একটা পূতিগন্ধময় নোংরা পুঁটলির মধ্যে বাঁধা আছে? কখনোই নয়। এছাড়া যদি কোন উপদেশকারী তোমাদের কাছে কিছু যাচনা করে তবে তোমরা কি জান না যে তোমাদের وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ আদেশ করা হয়েছে? আর যাচনাকারী অশ্বারোহী হলেও তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার তোমাদের নেই। তোমার জন্য আদেশ করা হয়েছে যে তাকে ধমক দিও না। তবে হ্যাঁ, খোদা তা'লাও তাকে আদেশ দিয়েছেন যে সে যেন মানুষের কাছে না চায়। সে নিজের অবাধ্যতার শাস্তি নিজে পাবে। কিন্তু তোমাদের জন্য খোদা তা'লা প্রদত্ত এই সম্মানযোগ্য আদেশের অবাধ্যতা করা সঙ্গত নয়। বস্তুত কাছে কিছু থাকলে যাচনাকারীদের দিয়ে দেওয়া উচিত। আর কিছু না থাকলে কোমল ভাষায় তাকে বোঝাও।"

অসৎ চিন্তা ও সংশয়বাদিতা

মানুষ যখন অসৎ চিন্তা পোষণ করে এবং কথায় কথায় সন্দেহ করে, তখনই বিবাদের উৎপত্তি হয়। যদি সে সৎচিন্তাশীল হয় তবে তাদেরকে কিছু দেওয়ার তৌফিকও লাভ হয়। যখন প্রথম ধাপেই ভুল হয় তখন অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো কঠিন হয়ে পড়ে। অসৎ চিন্তা ও সংশয়বাদিতা অতিশয় মন্দ বিষয়। এটি মানুষকে বহু পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখে। এবং ক্রমশ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, মানুষ খোদাকেও সন্দেহ করে বসে।

যদি অসৎ চিন্ত ও সংশয় পোষণের ব্যধি বৃদ্ধি না পেত, তবে যে সব মৌলবীরা আমাকে আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার এবং কষ্ট দেওয়ার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে নি, সংশয় ছাড়া তাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দেওয়ার আর কি কোন কারণ ছিল? আমি ডেকে ডেকে এবং খোদার কসম খেয়ে সকলকে বলেছি যে আমি মুসলমান। কুরআন করীমকে খাতামুল কুতুব এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে মান্য করি এবং ইসলামকে একটি জীবিত ধর্ম ও প্রকৃত নাজাতের পথ আখ্যায়িত করি। খোদা তা'লার শক্তিমত্তা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনি। সেই কিবলা অভিমুখেই নামায পড়ি। এবং অতটাই নামায পড়ি। রমযানের পুরো রোজা রাখি। তবে আর কোন অনন্য বিষয় ছিল যা তারা আমাকে কাফের ঘোষণা করার জন্য আবশ্যক মনে করেছিল। এটা খোলাখুলি অন্যায়। তারা নিজেদের অপবিত্র কার্যকলাপ ও জীবনকে দেখে না। তারা যমীন ও আসমানের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে এটা অনুধাবন করতে পারে না যে, এই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা কে? লেখরামের নিদর্শন থেকে মৌলবীরা কিভাবে উপকৃত হল? (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৭)

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

নামাযের সারি সোজা রাখা

১৮৯৮) হযরত নুমআন বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সা.) এর কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলতেন- 'তোমাদের উচিত সারি সোজা রাখা, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মুখমণ্ডল ও অন্তসমূহের মাঝে মতানৈক্যের বীজ বপন করে দিবেন।

(বুখারী, কিতাবুস সলাত)

ফরজ নামাযা দাঁড়িয়ে গেলে অন্য কোন নামায বৈধ নয়

১৮৯৯) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নামায দাঁড়িয়ে যায় তখন ফরজ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া বৈধ নয়। (মুসলিম কিতাবুস সলাত)

মিশওয়াক করা এবং এর কল্যাণ

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- 'মিশওয়াক করার মুখের পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম।

(নিসাই, বাবুত তারগীব ফিসসওয়াক)

সেই ব্যক্তির গরিমা যার শিশুসন্তান মারা যায়

১২৪৮) হযরত আনাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন, যে মুসলমান ব্যক্তির তিন শিশু সন্তান মারা যায়, যারা পাপ-পুণ্যের তারতম্য বুঝতে শেখেনি, আল্লাহ্ তা'লা সন্তানদের প্রতি তার দয়ামায়ার সুবাদে এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

১২৪৯) হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলারা নবী (সা.) কে বলল, আমাদের জন্যও কোন একটি দিন নির্ধারণ করুন। আঁ হযরত (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, যে মহিলার তিন শিশুসন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য আগুন থেকে আশ্রয় দিবে। এক মহিলা প্রশ্ন করল, যদি দুই সন্তান (মারা যায়?) তিনি উত্তর দিলেন , তবুও।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড,কিতাবুল জানায়েয)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান

যখনই আপনি বিচলিত হন বা দুঃখভারাক্রান্ত হন, আল্লাহ্ তা'লার সামনে সিজদাবনত হন, তাঁর কাছে দোয়া করুন। যদি এমনও হয় যে নামাযের সময় হয় নি, তখন নফল নামাযে আল্লাহ্‌র নিকট কান্নাকাটি করুন যাতে তিনি আপনাকে সেই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনেন আর আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন– أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ **যার অর্থ আন্তরিক প্রশান্তি লাভের জন্য তোমাদের আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত।**

যেখানে মেয়েদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখা, মুখমণ্ডল আবৃত রাখার আদেশ করা হয়েছে– এই আয়াতের পূর্বে পুরুষদেরকে আদেশ করা হয়েছে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার এবং মেয়েদেরকে আড় চোখে না দেখার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম তাদেরকে কুরআন করীমের প্রথম সূরা ফাতিহার মূল পাঠ্যাংশ শেখা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেছেন, সূরা ফাতিহাকে আরবীতে শেখার চেষ্টা করুন আর সেই সঙ্গে এর অনুবাদও শিখুন। এরপর আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে। সম্ভব হলে বাজামাত নামায পড়ুন। এছাড়াও নফল নামায পড়ুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন যে তিনি যেন আপনার ঈমানকে দৃঢ়তা দান করেন। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। কখনও নামায ত্যাগ করবেন না। একথা সব সময় মনে রাখবেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত নওমোবাঈনদের সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) উক্ত অনুষ্ঠানের জন্য ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড স্থিত) এম.টি.এ স্টুডিওতে বিরজমান ছিলেন, অপরদিকে ৬৫ জন নওমোবাঈন বায়তুল ফুতুহ লন্ডন থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সাক্ষাতকালে কিছু নওমোবাঈন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে গ্রহণ করা এবং জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘটনা শোনান। একজন নওমোবাঈ বলেন: আমার নাম জুবায়ের জাফর আর আমার বয়স বিয়াল্লিশ বছর। আমি বিবাহিত, আমার তিন সন্তান আছে। যৌবনে ইসলাম ধর্মের প্রতি আমার অগাধ ভালবাসা ছিল। আমি সব সময় জানতাম যে ইসলাম সত্য ধর্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যৌবনের সেই দিনগুলিতে আমার চিন্তাভাবনা অনেক বেশি টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল। সুন্নী মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ দশা দেখে আমি অনেক ব্যথিত হতাম। আমি সব সময় চিন্তা করতাম যে মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? সেই সময় আমি কোন আহমদীকে চিনতাম না আর আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে যে সব সাধারণ অভিযোগ আপত্তি করা হয়ে থাকে, সেগুলি ছাড়া আমি আহমদীয়াতের বিষয়ে কিছু শুনিও নি। যা কিছু আমি আহমদীয়াতের বিষয়ে শুনেছিলাম এবং যেভাবে আমার সামনে এই কথাগুলি উপস্থাপন করা হয়েছিল তাতে আমার মনে হয়েছিল যে আহমদীয়াত সত্য নয়। মোবাহাসার সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশের ঘটনা আমাকে অস্থির করে তুলত। আমি অনুভব করতাম যে এটি এমন একটি বিষয় যেখানে খৃষ্টানরা মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এ বিষয়ে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস নিজেদের মধ্যেই অনেক বেশি মতানৈক্যপূর্ণ ছিল আর তাদের যুক্তি-প্রমাণগুলি ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক ছিল না যা আমাকে আরও বেশি উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত করত। আমি এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে 'আল ইসলাম' ওয়েব সাইটে হযরত ঈসা (আ.) এবং কাশ্মীরের হারানো গোত্রসমূহ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ চোখে পড়ল। সেই সময় আমি এটাও জানতাম না যে আমি এখন আহমদীয়া ওয়েবসাইটে রয়েছি। এই প্রবন্ধটিই আমার চোখ খুলে দেয়। আমি আরও বেশি অনিসন্ধিৎসু হয়ে পড়ি। এখানে 'ভারতে যীশু' পুস্তকের একটি লিঙ্ক দেওয়া হয়েছিল। পুস্তকের রচয়িতা কে তা না দেখেই আমি বইটি খুলে পড়তে শুরু করি। আল্লাহ্‌র কি মহিমা। এই বইটি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আমার মনে হল যেন আমি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছি। আমি বইটি শেষ করে যখন দেখলাম যে বইটির রচয়িতা কে এবং কি তার দাবি তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি বইটির প্রভাব ভুলতে পারছিলাম না যা আমি এতে পড়েছিলাম। বইটি আমার এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল যা দীর্ঘকাল আমাকে বিচলিত করে রেখেছিল। এই বইটি পড়ে জানতে পারি যে ক্রুশের প্রকৃত অর্থ কি যেটা আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর কাজ ছিল। আমি মসিহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক ধারাবাহিকভাবে পড়তে থাকি আর লেখনীর প্রতি আমার গভীর অনুরাগ জন্মে এবং তাঁর দাবিসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস তৈরী হয়। এই সময় আমি এটাও লক্ষ্য করি যে যখনই আমার মনে কোন প্রশ্ন আসত আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীতে তার পূর্ণাঙ্গ উত্তর পেয়ে যেতাম। এই মহামারির সময় পুরো এক বছর অধ্যায়ন ও দোয়ার মাঝে কাটিয়ে দিই। এখন যদি একবার সেই সব কথাগুলি রোমন্থন করে দেখি তবে অনায়াসে বলতে পারি যে আমি সত্যকে তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি সেই সত্যকে বরণ করে নিতে নিজেই গড়িমসি করছিলাম। আমি জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জাযাকাল্লাহ॥ মাশাআল্লাহ॥ দারুন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা।

এক নওমোবাঈ ভদ্রমহিলা বলেন: হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বে আমি তিনটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, যাতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, আহমদীয়াত সত্য। আমি আমার আশপাশের মানুষজন এবং বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞাসা করতে শুরু করি। কেননা অনেক বেশি টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলাম। যদিও আমি স্বপ্নও দেখেছিলাম। আমার মনে হল যেন সত্যকে গ্রহণ না করে আমি বোকামি করছি। আমার বন্ধুরা আমাকে বলল, তুমি আহমদীয়াতের বিষয়ে পড়াশোনা করো না, কেননা তারা তোমার উপর জাদু করে দিবে। যদিও তাদের কথা আমাকে বাধা দেয় নি, বরং আমার আগ্রহ আরও প্রবল হয়। আমি আল ইসলাম ওয়েব সাইটে গিয়ে আরও বই-পুস্তক অধ্যায়ন করতে শুরু করি। সেই সাথে প্রতিদিন তাহাজ্জুদের জন্যও উঠতে শুরু করি। আমি খোদা তা'লার নিকট দোয়া করতাম যে তিনি যেন আমাকে হিদায়াত করেন এবং কোন নিদর্শন দেখান। এরই মাঝে আমি তৃতীয় একটি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে দেখি আমি আপনার হাত ধরে আছি এবং আপনার বয়আত করছি। আমি মেয়েদের একটি সারি দেখলাম যারা কালো হিজাব পরিহিত ছিল। তারা সকলেই আপনার বয়আত করছিল আর আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে আহমদীয়াত সত্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মাশাআল্লাহ।

একজন নওমোবাঈ নিজের ব্যক্তিগত সমস্যাবলীতে ধৈর্য ও সাহস তৈরী জন্য হুযুরের নিকট দিক-নির্দেশনা চান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখনই আপনি বিচলিত হন বা দুঃখভারাক্রান্ত হন, আল্লাহ্ তা'লার সামনে সিজদাবনত হন, তাঁর কাছে দোয়া করুন। যদি এমনও হয় যে নামাযের সময় হয় নি, তখন নফল নামাযে আল্লাহ্‌র নিকট কান্নাকাটি করুন যাতে তিনি আপনাকে সেই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনেন আর আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন- أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ যার অর্থ আন্তরিক প্রশান্তি লাভের জন্য তোমাদের আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত। তাই এটিই একমাত্র সমাধান আর সেই সঙ্গে এমন বন্ধুও তৈরী করা উচিত যারা আপনার সাহায্যকারী হবে।

একজন নওমোবাঈন প্রশ্ন করেন যে ইসলামে মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে পুরুষদের জন্য কি আদেশ রয়েছে? আর এ বিষয়টি অ-মুসলিমদেরকে কিভাবে স্পষ্ট করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেখানে মেয়েদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখা, মুখমণ্ডল আবৃত রাখার আদেশ করা হয়েছে- এই আয়াতের পূর্বে পুরুষদেরকে আদেশ করা হয়েছে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার এবং মেয়েদেরকে আড় চোখে না দেখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের প্রকৃতিই এমন, সেই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে পুরুষদেরকে আদেশ করেছেন যে মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি দিবে না, নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখবে। আর সত্যিকার ইসলামী সমাজে এমনটি হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক

(এরপর ১১ পাতায়.....)

জুমআর খুতবা

যখন বান্দা তাঁর সমীপে দুহাত তোলে তখন তিনি সেগুলোকে খালি এবং ব্যর্থ ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা 'আমার বান্দা' বলে এমন বান্দা বুঝিয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হতে চায়, যারা প্রকৃত অর্থে তওবা করতে চায় এবং (তওবা) করে।

এখন তারা নিজেরাই নিজেদের পর্যালোচনা করে দেখুক, যারা বলে– আমরা অনেক দোয়া করেছি, অনেক সিজদা করেছি, অনেক নফল পড়েছি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অর্জন হয় নি। তারা কি আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ পালন করেছে? তারা কি তাদের ঈমানের মান এই পর্যায়ে উপনীত করেছে, যে পর্যায়ে কোনো ঝড়-তুফান দোদুল্যমান করতে পারে না?

"যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়।"

"দোয়া খোদা তা'লার অস্তিত্বের এক শক্তিশালী প্রমাণ"

"দোয়া খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যায়।"

অনেকে প্রশ্ন করে, কিভাবে বোঝা যাবে যে দোয়া কবুল হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়েছেন? তাদের জন্য উত্তর হল, পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

কৃপা লাভের সর্বাধিক নিকটতম পন্থা হচ্ছে দোয়া। কামিল দোয়ার আবশ্যিক দিকগুলো হলো কোমলতা, অস্থিরতা ও বিগলন। যে দোয়া বিনম্র ব্যাকুলতা ও ভগ্ন হৃদয়ের আকুতিতে পরিপূর্ণ থাকে তা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণকে আকর্ষণ করে।"

"দোয়ার জন্য অবিচলতা ও স্থায়ীত্ব প্রয়োজন।"

"স্মরণ রেখো! দোয়া এক প্রকার মৃত্যু। আর যেভাবে মৃত্যুর সময় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বিরাজ করে, দোয়ার জন্যও তেমনই উদ্বেগ এবং উদ্দীপনা থাকা আবশ্যক।"

সর্ব প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো, মানুষের নিজের পাপমুক্ত হওয়ার দোয়া করা। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, সকল দোয়ার মূল ও এটিই অনুষঙ্গ"

"যাচনাকারীর কাজ এটি নয় যে, তাৎক্ষণিক না দেওয়ার কারণে অভিযোগ ও কুধারণা করবে; বরং ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে চাইতে থাকা উচিত।"

" দোয়ায় গৃহীত হওয়ার বৈশিষ্ট্যাবলি তখন সৃষ্টি হয় যখন তা উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার পরম মার্গে উপনীত হয়।"

আমার দৃষ্টিতে দোয়া অনেক উত্তম জিনিস এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কল্পনাপ্রসূত কথা নয়, যে সমস্যা কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টায় সমাধান হয় না আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার বদৌলতে সেটিকে সহজ করে দেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, দোয়া অসাধারণ প্রভাববিস্তারী বিষয়।"

বড় সমস্যা হলো, মানুষ দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য ও গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এবং একারণে এ যুগে অনেক মানুষ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কেননা তারা দোয়ার সেসব কার্যকারিতা দেখে না।

দোয়া উত্তম বিষয়, যদি সঠিকরূপে করতে পারো তাহলে ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যায়।

" কত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি– যে দোয়ার প্রতি ঈমান রাখে, কেননা সে আল্লাহ্ তা'লার বিস্ময়কর সব নিদর্শন দেখতে পায় এবং সে খোদা তা'লাকে মহাশক্তিশালী ও উদার খোদা পেয়ে তাঁর সত্তায় ঈমান আনয়ন করে।"

"মানুষ যতদিন নামায এবং দোয়া আলস্য ও উদাসীনতা থেকে মুক্ত হয়ে না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে না।"

যেখানে অন্যান্য জিনিসের মাঝে প্রভাব বিদ্যমান সেখানে আধ্যাত্মিক জগতে কেন প্রভাব থাকবে না? এই জগতের বিষয়াদির মাঝে দোয়া একটি অতি শক্তিশালী অস্ত্র।"

"উপকরণ কাজে না লাগানো আর শুধু দোয়ার ওপর নির্ভর করা দোয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং খোদার পরীক্ষা নেওয়া বৈকি! আর শুধু উপকরণের উপর নির্ভর করা আর দোয়াকে কিছুই মনে না করা– এটি নাস্তিকতার নামান্তর।

রমযানের শেষ দশক শুরু হতে যাচ্ছে। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে আমাদের জন্য আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলিকে বাস্ত বায়ন করে, ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করে,রাতের বেলায় উঠে তাঁর সমীপে বিনত হয়ে তাঁর নৈকট্য পাওয়ার প্রচেষ্টায় লেগে থাকা– যেন আমরা সেই হিদায়াত পেতে পারি যে পথে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরিচালিত করতে চান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৯ মার্চ , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২৯ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ, আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (বলে দাও), নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং (তাদের) উচিত তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যেন তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতটিকে রোযার বিধিনিষেধের সাথে রেখেছেন; বরং আমরা বলতে পারি এর মাঝামাঝি রেখেছেন, যার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় যে, রমযান (মাস) এবং রোযার সাথে দোয়ার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি মুসলমান একথা খুব ভালোভাবে জানে যে, রমযান এবং দোয়ার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একারণেই রমযানে বিশেষত (ফরয) নামাযসমূহ, নফল (ইবাদতসমূহ), তাহাজ্জুদ, তারাবী প্রভৃতির দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের এই অনুভূতি রয়েছে যে, এ দিনগুলোতে স্বীয় বান্দার প্রতি খোদা তা'লার বিশেষ ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি থাকে। আল্লাহ্ তা'লার তো সাধারণ দিনগুলোতেও স্বীয় বান্দার প্রতি স্নেহদৃষ্টি থাকে। মহানবী (সা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি আমার বান্দার ধারণানুসারে তার সাথে আচরণ করি। যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে তার হৃদয়ে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে আমার হৃদয়ে স্মরণ করি। যদি সে আমার কথা কোনো সভায় উল্লেখ করে তাহলে আমিও সভায় তার কথা উল্লেখ করব। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হব। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তওহীদ, হাদীস-৭৪০৫)

সুতরাং সাধারণ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দার সাথে এরূপ আচরণ করে থাকেন। আর যখন রমযান মাস আসে যা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়ার মাস, (যখন) পুরো পরিবেশই মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার জন্য অনুকূল হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা কতটা দয়ালু হবেন আমরা তা ধারণাও করতে পারি না। কিন্তু শর্ত হলো, এ সকল বিষয় হৃদয়ের অন্তঃস্থ ল থেকে হতে হবে, ঈমানে দৃঢ়চিত্ত হয়ে করতে হবে, হালকাভাবে নয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার স্বীয় বান্দার প্রতি দয়ার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং মহাসম্মানিত ও পরম দয়ালু। যখন বান্দা তাঁর সমীপে দুহাত তোলে তখন তিনি সেগুলোকে খালি এবং ব্যর্থ ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'

নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে যাচিত দোয়া তিনি ফিরিয়ে দেন না, কবুল করে নেন। (সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৮৮)

অতএব এ অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে মানুষ প্রার্থনা করে এবং যখন সে তার হাত তোলে। নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনার জন্য আবশ্যক হলো, পূর্বে যেসব পাপ হতো সেগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা এবং প্রকৃত তওবার অঙ্গীকার করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়া। অতএব কখনো কখনো আমরা ধৈর্যহারা হয়ে বলে দিই যে, আমরা দোয়া করেছি; কিন্তু গৃহীত হয় নি। কিন্তু নিজেদের অবস্থার প্রতি আমরা দৃষ্টি দিই না যে, আমাদের হৃদয় কতটা নিষ্ঠাপূর্ণ। কতটা নিষ্ঠার সাথে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের বিষয়ে সচেষ্ট। কতটা বিশুদ্ধতার সাথে আমরা পূর্ববতী পাপসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতের পাপসমূহ থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দে শিত পথে চলার অঙ্গীকার করছি।

আল্লাহ্ তা'লাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। তিনি তো আমাদের অন্তরের খবর রাখেন,আমাদের হৃদয়ের গহীনে কী আছে তা-ও তাঁর জানা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার আশিস পাওয়ার জন্য, তাঁর উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার জন্য এর আনু ষঙ্গিকতাও পূর্ণ করতে হবে। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও মমতা এত বেশি যে, প্রতি বছর তিনি আমাদের জীবনে বিশেষ করে রমযান মাস এনে আমাদেরকে এ সুযোগ করে দেন যে, সাধারণ দিনগুলোতে যদি ভুলত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এখন এ মাসের কল্যাণরাজিতে ধন্য হয়ে তোমরা আমার দিকে ধাবিত হও এবং আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে নিজ বান্দাদের প্রতি মমতার দৃষ্টি দিতে চান। পথহারা ও ভ্রষ্টদের সোজা সরল পথে আনতে চান। বিশেষ পরিবেশ উপহার দিয়ে বান্দাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে চান।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা 'আমার বান্দা' বলে এমন বান্দা বুঝিয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হতে চায়, যারা প্রকৃত অর্থে তওবা করতে চায় এবং (তওবা) করে।

অতএব এই প্রকৃত বান্দা হবার প্রচেষ্টা আমাদের করা প্রয়োজন। আর রমযান মাসেএ নৈকট্য লাভ ও প্রকৃত বান্দা হবার বিশেষ পরিবেশ লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় উন্নতি করার চেষ্টা করলেই আমরা তাঁর প্রকৃত বান্দা হতে পারব। এ অবস্থায় উপনীত হলে পরে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমার এরূপ বান্দাদের ও আমার প্রেমিকদের বলে দাও–আমি তাদের দোয়া শুনেও থাকি আর উত্তরও দিয়ে থাকি।

অতএব আমাদের দোয়া কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হওয়া উচিত নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য ও তাঁর ভালোবাসা অর্জনের জন্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জনের জন্য আমরা তাঁর দিকে যদি এক বিঘত, এক হাত বরং দ্রুত অগ্রসর হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর চাইতে অধিক মাত্রায় আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং দৌড়ে আমাদের সাহায্যের জন্য আসবেন ও দোয়া শুনবেন। তবে আল্লাহ্ তা'লা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কেবল মৌখিক ভালোবাসার দাবি তোমাদেরকে এসব মর্যাদা দান করবে না। বরং আমার কথা তোমাদেরকে মানতে হবে, আমার নির্দেশ পালন করতে হবে, বান্দার প্রাপ্য অধিকারসমূহ ও আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকারসমূহ তোমাদেরকে প্রদান করতে হবে এবং এর সাথে ঈমানে দৃঢ়তা আনতে হবে। এমন ঈমান(হতে হবে) যা কখনো দোদুল্যমান হবে না। এমনটি হলে পরেই তোমরা আমার প্রকৃত বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারো। এখন তারা নিজেরাই নিজেদের পর্যালোচনা করে দেখুক, যারা বলে– আমরা অনেক দোয়া করেছি, অনেক সিজদা করেছি, অনেক নফল পড়েছি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অর্জন হয় নি। তারা কি আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ পালন করেছে? তারা কি তাদের ঈমানের মান এই পর্যায়ে উপনীত করেছে, যে পর্যায়ে কোনো ঝড়-তুফান দোদুল্যমান করতে পারে না? অধিকাংশ লোকের অবস্থা হলো, নিজ প্রেমাস্পদের ইচ্ছা পূর্ণ করার পরিবর্তে নিজেদের প্রয়োজনের তালিকা উপস্থাপন করে বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা এসব (প্রয়োজন) পূর্ণ না করলে দোয়া করে কী লাভ? এরপর তারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তি ত্ব , দোয়ার মাঝে নিহিত প্রজ্ঞা ও দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। এগুলো তো আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হবার লক্ষণ নয়। ঐ বান্দাদের পরিচয় এটি নয় যাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ্ তা'লা লজ্জা বোধ করেন। সু তরাং আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে আপত্তি করার পূর্বে আমাদের আত্ম-পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলি মান্য করে এর ওপর কতটুকু আমল করছি?

আমরা আমাদের ঈমানে কতটুকু দৃঢ়? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ রচনাবলিতে তথা বিভিন্ন পুস্তকে এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। দোয়া করার হিকমত, দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রজ্ঞা ও এর দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) সেসব মাপকাঠির কথা বর্ণনা করেছেন যার নিরিখে বলা যায় যে, এটি প্রকৃত দোয়া। এ প্রেক্ষিতে আমি তাঁর (আ.) কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা কারা।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে যে, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? এর উত্তর হলো, আমি খুবই নিকটে আছি। অর্থাৎ, অনেক বড় দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই, আমার অস্তিত্বের উপস্থিতি খুব সহজে অনুধাবন করা সম্ভব এবং খুব সহজেই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ সৃষ্টি হয়। প্রমাণ হলো, যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার দোয়া গ্রহণ করি এবং স্বীয় এলহামের মাধ্যমে তাকে সাফল্যের সুসংবাদ দিই যার ফলে শুধু মাত্র আমার অস্তিত্বের ও পরই বিশ্বাস জন্মায় না, বরং আমার সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু লোকদের (নিজেদের মাঝে) এরূপ তাকওয়া ও খোদাভীরুতা সৃষ্টি করা উচিত যেন আমি তাদের আওয়াজ বা প্রার্থনা শুনতে পাই। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, আমি শুনি কিন্তু প্রথমে (তোমরা নিজের ভেতর) তাকওয়া ও খোদাভীরুতা সৃষ্টি করো, এরপর আমি (তোমার) আওয়াজ বা প্রার্থনা শুনব। অধিকন্তু আমার প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক আর পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বে (তার) একথা মানা আবশ্যক যে, খোদা আছেন এবং (তিনিই) সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে এই পূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হওয়া ও দোয়া গৃহীত হবার পূর্বে তাঁর এ বিষয়ে বিশ্বাস ও ঈমান থাকা প্রয়োজন যে, খোদা বিদ্যমান রয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করো।

অদৃশ্যের প্রতি ঈমান থাকতে হবে এবং এই (বিশ্বাস রাখো) যে, তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। কেননা যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়।"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৬০-২৬১)

প্রথমে ঈমান থাকলে এরপর তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করবে। অতএব, ঈমানের উন্নত মান অর্জিত হলেই দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্যাবলিও দেখা যাবে। কোনো পরীক্ষা আসলে মানুষ দুর্বলতা দেখাবে-এমন যেন না হয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অস্তিত্বের এই প্রমাণ বর্ণনা করেছেন যে, আমি দোয়া গ্রহণ করি। অতএব, যদি দোয়া গৃহীত না হয় তাহলে সেই সম্পর্কে কোনো দুর্বলতা বা ঘাটতি রয়েছে, যেরূপ সম্পর্ক দুজন বন্ধুর মাঝে থাকে। আর সেই ঘাটতি দূর করার পন্থাও বাতলে দিয়েছেন যে, তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি করো। এ বিষয়ে যেন পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং এই কথা স্বীকার করো যে, খোদা বিদ্যমান রয়েছেন। অদৃশ্যে যেন তাঁর সত্তায় বিশ্বাস থাকে। আর তৃতীয় বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন পরিপূর্ণ একীন থাকে যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। তিনি ব্যতিত অন্য কেউ সর্বশক্তিমান নেই। কাজেই, এটি হচ্ছে দোয়া গৃহীত হবার সর্বনিম্ন মানদণ্ড।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, যদি আমার বান্দারা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, কীভাবে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় এবং কীভাবে বোঝা যাবে যে, খোদা আছেন? এর উত্তর হচ্ছে, আমি খুবই নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই এবং যখন সে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনতে পাই আর তার সাথে বাক্যালাপ করি। অতএব, তারও উচিত নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন আমি তার সাথে বাক্যালাপ করতে পারি। অর্থাৎ, প্রথমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করো যেন আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করতে পারো। আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যেন তারা আমাকে (পাওয়ার) পথ খুঁজে পায়।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৫৯)

তখনই হিদায়াতের পথ লাভ করতে পারবে।

কাজেই, এই পরিপূর্ণ ঈমান সৃষ্টি করা আবশ্যক। সেই পথে চলা ও ঐসব শর্ত মেনে চলা আবশ্যক যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে (বা) আমি যা এখন বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, প্রথমত তাকওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে এবং খোদাভীরুতা সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, খোদা আছেন। অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক)- অদৃশ্যে ঈমান থাকতে হবে। পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, খোদা আছেন। আর তৃতীয়ত, এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। এমন নয় যে, কোনো কাজ না হলে বলে বসবে বা অভিযোগ করতে আরম্ভ করবে যে, তাঁর (আল্লাহ্‌র) কোনো শক্তি নেই। দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তিনি পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।

অতএব, দোয়া গৃহীত না হলে যারা হতাশাব্যঞ্জক কথা বলে এবং খোদা তা'লার সত্তাসম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীরা প্রথমে আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, (উপরোক্ত) এই তিনটি অবস্থার ক্ষেত্রে তারা কোন পর্যায়ে রয়েছেন? আর যে-কোনো পরিস্থিতিতে তারা কি সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এটি হতেই পারে না যে, ঈমানের অবস্থা এমন হবে আবার আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় সন্দেহও থাকবে।

পুনরায় অপর একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ এর অর্থ এটিই দাঁড়ায় যে, যদি প্রশ্ন করা হয়, খোদার (অস্তিত্ব সম্পর্কে) কীভাবে জানা যাবে? এর উত্তর হলো, ইসলামের খোদা সন্নিকটে। কেউ যদি তাঁকে আন্তরিকভাবে ডাকে তবে তিনি উত্তর প্রদান করেন। অন্যান্য ফির্কার খোদা নিকটে নয়, (অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মের;) বরং এতটা দূরে রয়েছে যে, তাদের সন্ধান খুঁজে পাওয়া ভার। একজন বান্দা ও উপাসকের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাঁর নৈকট্য অর্জন করা। একজন নিষ্ঠাবান বান্দার পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন হওয়া, তাঁর ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি হওয়া যার মাধ্যমে তাঁর সত্তা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে । أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ -এর অর্থও এটিই। অর্থাৎ তিনি উত্তর প্রদান করেন, বোবা নন। অন্য সকল দলীল-প্রমাণ এটির সামনে তুচ্ছ। কথোপকথনএমন এক জিনিস যা সাক্ষাতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে।"

(মালফুযাত, ৭ম ও, পৃ: ১০৭)

অতএব, বিশুদ্ধ চিত্তে (তাঁকে) ডাকা আবশ্যক। আর বিশুদ্ধ অন্তরে (তাঁকে) ডাকা বলতে কী বুঝায়? (তা হলো) তাঁর কথা মান্য করা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন (তুমি উত্তর দাও), আমি খুবই নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর দোয়া গ্রহণ করি যখন সে প্রার্থনা করে। তিনি (আ.) বলেন, কতিপয় মানুষ তাঁর সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে; (এর উত্তরে বলেন), অতএব আমার অস্তিত্বের নিদর্শন হলো, তোমরা আমাকে ডাকো এবং আমার কাছে যাচনা করো, আমিও তোমাদের ডাকব, (তোমাদেরকে) উত্তর দিব এবং তোমাদেরকে স্মরণ করব। যেমনটি হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করি আর তোমরা আমাকে স্মরণ করো- অন্তরে হোক বা জনসমক্ষে। তিনি (আ.) বলেন, এটি যদি বলো যে, আমরা ডাকি কিন্তু তিনি উত্তর দেন না। পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে, এই প্রশ্ন উঠে যে, আমরা ডাকি কিন্তু তিনি উত্তর দেন না। তিনি (আ.) বলেন, দেখো! তোমরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে বহু দূরে অবস্থানকারী এক ব্যক্তিকে ডাকছ উপরন্তু তোমাদের কানে কোনো ত্রুটিও রয়েছে।

অতএব, প্রথম কথা হলো, দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো লাভ নেই। নিকটে আসো, আর ভালোবাসার মাধ্যমেই নৈকট্য অর্জিত হবে। হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সেই ভালোবাসা সৃষ্টি করো। তোমাদের কানে ত্রুটি রয়েছে। ঈমানের দুর্বলতাও কানে ত্রুটি থাকার নামান্তর। ঈমানের এই দুর্বলতা দূর করে ঈমানকে দৃঢ় করো, তবেই নৈকট্য লাভ হবে। তিনি (আ.) উদাহরণ দিয়েছেন, "তোমরা দূর থেকে যাকে ডাকছ সেই ব্যক্তি তো তোমাদের আওয়াজ শুনে তোমাদেরকে উত্তর দিবে।" তোমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ বা কথা পৌঁছলে সে তোমাদের উত্তর প্রদান করবে। "কিন্তু সে দূর থেকে উত্তর দিলে তোমরা বধিরতার কারণে তা শুনতে পাবে না।"

আল্লাহ্ তা'লা উত্তর প্রদান করলেও যেহেতু তোমাদের ঈমান দৃঢ় নয়, তোমাদের ভালোবাসায় ঘাটতি রয়েছে, তাঁর নির্দেশের ওপর আমল করছ না- তোমাদের কানের এই বধিরতার কারণে তোমরা তাঁর আওয়াজ শুনতে পারছ না। আল্লাহ্ তা'লা উত্তর প্রদান করলেও তোমরা একথাই বলবে যে, উত্তর দেন নি; অথচ তিনি উত্তর প্রদান করেছিলেন যে, তোমরা যদি উচ্চ ও সু স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে চাও তবে নিজেদের অবস্থা উন্নত করো। কিন্তু তোমরা বধিরতার কারণে সেই আওয়াজও শুনছ না।

অতএব,মধ্যবর্তী পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা যতই দূরীভূত হতে থাকবে তত স্পষ্টভাবেতোমরা অবশ্যই আওয়াজ শুনতে পাবে। তাকওয়ায় যত উন্নতি করবে, আওয়াজ শোনার প্রতিও মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এই দলীলপ্রমাণ বিদ্যমান যে, তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদের সাথে বাক্যালাপ করেন। যদি এমনটি না হতো তাহলে ধীরে ধীরে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যেতো।

কাজেই, খোদা তা'লার অস্তিত্ব প্রমাণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো, দর্শন বা বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁর আওয়াজ শুনতে পাওয়া। অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা দর্শন দিয়ে থাকেন আবার কখনো কখনো শুধু আওয়াজ শুনিয়ে থাকেন। সুতরাং বর্তমান যুগে বাক্যালাপ দর্শনের স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যদি ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেগুলোই আল্লাহ্ তা'লাকে দেখার স্থলাভিষিক্ত। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা এবং প্রার্থনাকারীর মাঝে কোনো পর্দা থাকবে ততক্ষণ আমরা শুনব না। কথা বললে শুনতে পাবো না। কেননা, পর্দা রয়েছে, অন্তরাল রয়েছে। যখন মধ্যবর্তী পর্দা উঠে যাবে তখন তাঁর আওয়াজ শোনা যাবে।

সুতরাং নিকটে আসো, একনিষ্ঠ ভালোবাসা তৈরি করো, তাহলে এই নৈকট্য লাভ করবে, পর্দা দূর হবে। উত্তর তো দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি দিই,তোমাদের শোনার শক্তি নেই। আর প্রথম উত্তর হলো, ভালোবাসা বৃদ্ধি করো। ভালোবাসায় অগ্রসর হলে বধিরতাও দূর হয়ে যাবে।

এরপর তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, দোয়া খোদা তা'লার অস্তিত্বের শক্তিশালী প্রমাণ। খোদা তা'লা একস্থানে বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - অর্থাৎ যখন আমার বান্দা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, খোদা কোথায়? আর এর কী প্রমাণ রয়েছে? তখন তুমি বলে দাও, অত্যন্ত কাছে। আর এর প্রমাণ হলো, যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার উত্তর দেই এবং এই উত্তর কখনো সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে লাভ হয়, (সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে উত্তর পাওয়া যায়;) কখনো দিব্যদর্শন ও এলহামের মাধ্যমে। এছাড়াও দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। (এছাড়াও খোদাতা'লার ক্ষমতা ও শক্তির বিকাশ দোয়ার মাধ্যমে ঘটে। বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেছেন এবং এর ফলে এই বিষয়গুলো সৃষ্টি হচ্ছে।) বুঝা যায়, তিনি এত ক্ষমতাবান যে, সমস্যাগুলো দূর করে দেন। মোটকথা দোয়া অনেক বড়ো সম্পদ ও শক্তি। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এর জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে। এমন লোকদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছে যারা দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছেন। নবীগণের জীবনের ভিত্তি এবং তাদের সফলতার প্রকৃত ও আসল মাধ্যম দোয়াই ছিল। আমি উপদেশ দিচ্ছি,নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য দোয়ায় রত থাক। দোয়ার মাধ্যমে এমন পরিবর্তন ঘটবে যার ফলে খোদার কৃপায় পরিণাম শুভ হবে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৬৮-২৬৯)

এগুলো পুরোনো কথা নয়, বর্তমান যুগেও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অনেক লোক এমন রয়েছে যারা নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলি লিখে। বিভিন্ন সময়ে আমি এসব ঘটনা বলেও থাকি। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে রিভিউ অফ রিলিজিওনস এ অনুষ্ঠান হয়েছে, এতেও অনেকেই দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। বরং আল্লাহ্ তা'লা এতটা স্বীয় দানে ভূষিত করেন যে, মাঝে মাঝে ঈমানের দৃঢ়তার জন্যই দোয়াসমূহ গ্রহণ করে, সেগুলোকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিয়ে, দোয়াকারীর আওয়াজকে শুনে নিজের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন। যাদের ঈমান দুর্বল তাদেরকেও অনেক সময় দেখিয়ে থাকেন ঈমানে দৃঢ় করার জন্য। এমন শত শত লোক রয়েছে যারা আমার কাছে চিঠি লিখে, আমার কাছে এসে বলেও থাকে।

দোয়ার প্রকৃত দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, তত্ত্বজ্ঞান অনুগ্রহের মাধ্যমে লাভ হয়। এরপর অনু গ্রহের মাধ্যমেই স্থায়ী হয়। কৃপা তত্ত্বজ্ঞানকে স্বচ্ছ ও সমুজ্জল করে দেয় এবং মাঝ থেকে পর্দাসমূহকে দূর করে দেয়। নফসে আম্মারার কলুষ দূর করে দেয় এবং আত্মাকে শক্তি দেয় এবং জীবন দান করে অবাধ্য আত্মাকে অবাধ্যতার কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। অর্থাৎ অবাধ্য আত্মা যা পাপে প্ররোচিত করে, সেই অবাধ্য আত্মাকে অবাধ্যতার বন্দিদশা থেকে বের করে এবং নোংরা কামনা-বাসনার কলুষ থেকে পবিত্র করে ও বন্যা যেমনটি হয়ে থাকে, প্রবৃত্তির কামনাবাসনার অনুরূপ প্রবল বন্যা থেকে বাইরে নিয়ে আসে;(অর্থাৎ পাপের বন্যা হতে।) তখন মানুষের মাঝে একটি পরিবর্তন আসে, ফলে সে নোংরা জীবনের প্রতি স্বাভাবিকভাবে ঘৃণা পোষণ করে। এরপর অনুগ্রহের কারণে হৃদয়ে প্রথম যেপ্রেরণা সৃষ্টি হয় তা হলো দোয়া। এ কথা মনে করো না, আমরাও প্রত্যেকদিন দোয়া করি এবং সব নামায যা আমরা পড়ি সেগুলোও তো দোয়াই! কেননা, সেই দোয়া যা তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর কৃপার নিদর্শনস্বরূপ সৃ ষ্টি হয়- সে দোয়ার রং ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়ে থাকে। (আমরা আসলাম, বাহ্যত নামায পড়লাম, পাঁচ মিনিটে নামায পড়ে বের হয়ে গেলাম- এগুলো নামায নয়, এগুলো দোয়া নয়। এর জন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। সেই তত্ত্বজ্ঞান যখন সৃষ্টি হবে তখন সে দোয়ার স্বাদই ভিন্ন হয়ে থাকে। সেই নামাযের স্বাদই ভিন্ন।)

তিনি বলেন, সেটির রং ও অবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। সেটি বিলীনকারী বিষয়, সেটি ভস্মকারী এক অগ্নি, সেটি রহমতকে আকর্ষণকারী এক চুম্বকীয় আকর্ষণ; সেটি এক মৃত্যু কিন্তু পরিশেষে জীবন দান করে। সেটাএক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকায় পরিণত হয়। (সেটি এক প্লাবন, কিন্তু তা অবশেষে নৌকা হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।) সব বিশৃঙ্খল বিষয় এর মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হয়। সকল বিষ অবশেষে এর দ্বারা প্রতিষেধক হয়ে যায়।"

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২২২)

সুতরাং আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যবান তারা যারা এই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে।

তিনি (আ.) বলেন, দোয়া খোদার পক্ষ থেকে আসে আর খোদার দিকেই যায়। দোয়ার ফলে খোদা ততটা নিকটে এসে যান যেমনটি তোমাদের প্রাণ তোমাদের নিকটে রয়েছে। দোয়ার প্রথম পুরস্কার হলো মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। (অধিকাংশ মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, আমরা কীভাবে বুঝব যে, আমাদের দোয়া কবুল হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন? তাদের জন্য এ হলো উত্তর। তাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি তখন হবে যখন মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আসবে। যখন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হবে তখন দোয়া গৃ হীত হওয়ার নিদর্শনও তোমরা লাভ করবে।) তিনি বলেন, মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এরপর সেই পরিবর্তন অনুসারে খোদাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন। অথচ তাঁর গুণাবলি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু পরিবর্তিত লোকদের জন্য তাঁর একটি ভিন্ন বিকাশ ঘটে যা পৃথিবী জানে না। (এমন নয় যে, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলি পরিবর্তন হয়, তাঁর গুণাবলি কখনো পরিবর্তন হতে পারে না। কিন্তু এমন পরিবর্তন আনয়নকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, মনে হয় যেন আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্যে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে। অথচ বৈশিষ্ট্য তা-ই রয়েছে।বরং তার নিজের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টির কারণে সে তাঁর বিকাশ দেখতে পাচ্ছে।) তিনি বলেন,মনে হয় যেন তিনি ভিন্ন খোদা, অথচ ভিন্ন কোনো খোদা নেই। কিন্তু নতুন বিকাশ তাঁকে নতুন রঙে প্রকাশ করে। তখন তিনি সেই বিশেষ বিকাশের মহিমায় পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য সেই কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। এটিই সেই অলৌকিক বিষয়।"

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২২৩)

এরপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, "মহা মর্যাদাবান আল্লাহ্ যেই দরজা নিজ সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য খুলেছেন তা একটিই আর তা হলো দোয়া। যখন কোনো ব্যক্তি আহাজারি এবং কাকুতিমিনুতির সঙ্গে এই দ্বারপথে প্রবেশ করে তখন সেই মহাসম্মানিত খোদা তাকে পবিত্রতা এবং পরিশুদ্ধতার চাদর দ্বারা আবৃত করে দেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য তার হৃদয়ে এতটা বৃদ্ধি করেন যে, বৃথা কাজ ও অর্থহীন কর্ম থেকে সে বহু ক্রোশ দূরে চলে যায়।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৮)

দূরে, বহু দূরে সে চলে যায়। অতএব, প্রকৃত দোয়ার বৈশিষ্ট্য হলো, অন্যায় কাজকর্ম এবং বৃথা কার্যকলাপ থেকে সে দূরে সরে যায়। পবিত্রতা তার স্বভাবের অংশ হয়ে যায়। সে শুধু জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যই দোয়া করে না, বরং নিজের ধর্ম ও তাকওয়ায় উন্নতির জন্য দোয়া করে। খোদা তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য দোয়া করে। এটিই একজন সত্যিকার মুমিনের পরিচয়।এটিই ঈমানে কামিল হওয়ার চিহ্ন। এটিই ঈমানে অগ্রগামী হওয়ার চিহ্ন।

অতঃপর দোয়ার গভীরতাকে আরো উন্মোচন করে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, কৃপা লাভের সর্বাধিক নিকটতম পন্থা হচ্ছে দোয়া। কামিল দোয়ার আবশ্যিক দিকগুলো হলো কোমলতা, অস্থিরতা ও বিগলন। যে দোয়া বিনম্র ব্যাকুলতা ও ভগ্ন হৃদয়ের আকুতিতে পরিপূর্ণ থাকে তা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণকে আকর্ষণ করে।"

অর্থাৎ অতিশয় বিনয়ের সাথে, বিগলিত চিত্তে মানুষ কেঁদে কেঁদে যখন দোয়া করে।) (তাহলে) তা গৃহীত হয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত লাভ হয় না। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্যও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনা করতে হবে। আর এক্ষেত্রে চিকিৎসা হলো, যতই অনীহা বা যতই বিস্বাদ লাগুক না কেন- দোয়া যেন চালিয়ে যায়, কোনোক্রমেই যেন হাল না ছাড়ে; কৃত্রিমতা ও ভনিতা করে হলেও যেন দোয়া অব্যাহত রাখে। সত্যিকার ও প্রকৃত দোয়ার জন্যও দোয়ারই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।"

অনবরত আল্লাহ্ তা'লার সমীপে লেগে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার পিছু ছাড়া উচিত নয়; যতক্ষণ সে অবস্থা সৃষ্টি না হবে আমি যাবো না। এরপর সে অবস্থা সৃষ্টি হবে। অতঃপর তাঁর কৃপা লাভ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়।

"অনেকেই এমন আছে, সামান্য দোয়া করার পর তারা তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। কিছুক্ষণ দোয়া করার পর তাদের মন ভরে যায়। বলে ওঠে, কিছুই হবে না। কিন্তু আমাদের উপদেশ হলো, ধুলো চালার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। বাহ্যত মনে হয় যে, ধুলো ছাঁকছ, কিন্তু এর মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। অবশেষে আশিস লাভ হয়, কেননা অবশেষে কাঙ্ক্ষিত রত্ন তা থেকেই বেরিয়ে আসে আর এমন একটি দিন আসে যখন তার হৃদয় কথার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। যে উদ্দেশ্য লাভ করার থাকে তা অবশেষে তার লাভ হয়ে যায় অথবা যা তার অভিষ্ট হয়ে থাকে তা হস্তগত হয়। তিনি (আ.) বলেন, যখন তার হৃদয় কথার সাথে একাত্ম হয়ে যায় তখন আপনাআপনি সে বিনয়, ক্রন্দন এবং দোয়ার অনুষঙ্গগুলো তাতে সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ যা মৌখিকভাবে বলে তা আসলে হৃদয়েরই চিত্র হয়ে থাকে। চরম অমনোযোগ ও অধৈর্য সত্ত্বেও যে রাতে জাগ্রত হয় এবং এভাবে দোয়া করে, হে আমার প্রভু! হৃদয় তোমারই আয়ত্ব ও নিয়ন্ত্রণে, তুমি তা পরিষ্কার করে দাও। আর হৃদয়ের চরম অনীহার মাঝে যদি আল্লাহ্ তা'লার নিকট হৃদয়ের প্রশস্ততা যাচনা করে, অর্থাৎ হৃদয় বন্ধাবস্থায় রয়েছে- সে অবস্থায় যদি চায় যে, হৃদয় উন্মুক্ত হোক, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হোক, মনোযোগ নিবদ্ধ হোক, তাঁর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাক- তবে সেই বন্ধাবস্থার গর্ভ থেকে উন্মুক্ততা সৃষ্টি হবে। হৃদয়ের বন্ধাবস্থার মাঝেও মানুষের অন্তর প্রশস্ত হয় ও হৃদয় বিগলিত হয়। হৃদয় প্রশস্ত হবার অর্থ কী? দোয়ায় মন গলবে, মানুষের কান্না পাবে। এটিই সে সময় হয়ে থাকে যেটিকে গ্রহণীয় মুহূর্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়।এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে ধরে নিতে পারো, এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মুহূর্ত । সে লক্ষ্য করবে, সে সময় আত্মা খোদার দরবারে পানির মতো প্রবাহিত হয় যেন পানির এক বিন্দু যা উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯৩-৯৪)

অতএব, যখন এরকম অবস্থা হয় তখন মানুষ নিজেই অনুভব করে যে এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার সময়। এরপর এ কথার প্রতিও বিশ্বাস জন্মে যে, এখন আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য যা করবেন তাই আমার জন্য উত্তম হবে। এটি নয় যে, আমি যা বলেছি তা-ই হবে; বরং এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়, সেই বিনম্র অবস্থায় মানুষ আশ্বস্ত হয় যে, এখন এ দোয়ার পর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য যা-ই করবেন তা-ই আমার জন্য উত্তম। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই উন্নতি ঘটে। হৃদয়ে আর কোনো অভিযোগ থাকে না।

সুতরাং এ অবস্থা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করা উচিত আর সে লক্ষ্যে আমাদের আত্ম বিশ্লেষণ করা উচিত।

এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, দোয়া এমন এক জিনিস যা প্রত্যেক কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেয়। দোয়ার ফলে কঠিন থেকে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। যারা দোয়ার মূল্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অনবহিত তারা খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর মনোবল হারিয়ে বসে; অথচ দোয়া ধৈর্য ও অবিচলতা চায়। মানুষ যখন পূর্ণ দৃঢ়তাও অবিচলতার সাথে লেগে থাকে তখন কেবল একটি মন্দ অভ্যাস নয়, বরং হাজারো মন্দ অভ্যাস আল্লাহ্ তা'লা দূর করে দেন এবং তাকে পরিপূর্ণ মু মিন বানিয়ে দেন। কিন্তু এর জন্য নিষ্ঠা এবং চেষ্টা-সাধনা শর্ত যা দোয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪০৪)

অর্থাৎ নিষ্ঠা, সাধনা এবং অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আবশ্যক।অতএব এই বিষয়গুলো সৃষ্টি করা আবশ্যক। এজন্য আমাদের নিজেদের যাচাই করা দরকার, আমাদের মাঝে কি এই নিষ্ঠা এবং চেষ্টাসাধনার সৃষ্টি হয়েছে বা আমরা তা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি কি? চেষ্টা সাধনার অর্থই হলো ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাওয়া এবং ক্লান্ত না হওয়া। জাগতিক কাজের চেষ্টা সাধনায় আমরা ক্লান্ত হই না, তাহলে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে আমরা কেন ক্লান্ত হব?

এরই দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "মানুষের উচিত, এ জীবনকে অত্যন্ত কুৎসিত মনে করে তা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করা আর দোয়া করা; কেননা কেউ যখন সঠিকভাবে চেষ্টা করে আর সত্যিকার অর্থে দোয়ার উপর নির্ভর করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরিশেষে মুক্তি দেন আর সে পাপের জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে। কেননা দোয়া কোনো সাধারণ বিষয় নয়, বরং তা এক মৃত্যুবিশেষ। মানুষ যখন সেই মৃত্যু বরণ করে নেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই অপরাধ প্রবণ জীবন থেকে রক্ষা করেন যা পরিণামে মৃত্যু ডেকে আনে, আর তাকে এক পবিত্র জীবন দান করেন।" অপরাধপ্রবণ জীবনও এক মৃত্যুরই নামান্তর;পরকালে গিয়ে যার কারণে শাস্তি পেতে হবে কিংবা কখনো কখনো ইহজগতেই সেই শাস্তিপেয়ে যায়; সেটির কবল থেকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন। তিনি (আ.) বলেন, "অনেক লোক দোয়াকে এক সাধারণ বিষয় মনে করে। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এটি মোটেও দোয়া নয় যে, কোনোমতে নামায পড়ে দু'হাত তুলে বসে যাবে আর যা-কিছু মুখে আসে তা বলতে থাকবে। এমন দোয়ায় কোনো উপকার হয় না, কেননা এমন দোয়া কেবল মন্ত্র পাঠের নামান্তর। যেভাবে কোনো কোনো ধর্মের অনুসারীরা মন্ত্র পাঠ করে থাকে। এ তো নিছক এক প্রকার মন্ত্র , যাতে হৃদয়ের সম্পৃক্ততাও থাকে না কিংবা আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তার ওপর বিশ্বাসও থাকে না।" হৃদয় থেকে আওয়াজ বের হয় না আর এটিও প্রকাশ করা হয় না যে, আল্লাহ্ তা'লা সকল শক্তিমত্তার অধিকারী।

"স্মরণ রেখো! দোয়া এক প্রকার মৃত্যু। আর যেভাবে মৃত্যুর সময় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বিরাজ করে, দোয়ার জন্যও তেমনই উদ্বেগ এবং উদ্দীপনা থাকা আবশ্যক। সুতরাং দোয়ার জন্য পূর্ণ উদ্বেগ এবং বিগলন যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ কোনো কাজ হবে না। তাই রাতে উঠে হৃদয় নিংড়ানো কান্নাকাটি, আহাজারি করে নিজের সমস্যাবলি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থাপন করা উচিত, আর সেই দোয়াকে এমন পর্যায়ে উপনীত করা উচিত যেন এক প্রকার মৃত্যুর অবস্থা সৃষ্টি হয়। তখন দোয়া কবুলিয়তের মর্যাদায় উপনীত হবে। তিনি (আ.) বলেন, এ কথাও স্মরণ রাখবে- সর্ব প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো, মানুষের নিজের পাপমুক্ত হওয়ার দোয়া করা।"

এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, সকল দোয়ার মূল ও এটিই অনুষঙ্গ; দোয়ার মূল এটিই কেননা এই দোয়া যখন কবুল হবে তখন মানুষ সকল প্রকার নোংরামি এবং কলুষ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র সাব্যস্ত হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি নয় যে, আমরা মনে করলাম- আমরা পবিত্র হয়ে গেছি। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র সাব্যস্ত হতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করে যাওয়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত নিশ্চিন্ত না হয় যে, খোদা তা'লা আমাকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে আমি পবিত্র হয়েছি। এর অর্থ হলো, পুনরায় যেন কোনো পাপের চিন্তা মাথায় না আসে। তাহলে তার অন্য দোয়া যা তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য হয়ে থাকে, তা যাচনা করার প্রয়োজনও পড়ে না বরং তা এমনিতেই কবুল হতে থাকে। যখন এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তা'লাও বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং তার অভাব মোচন করেন। তিনি (আ.) বলেন, পাপমুক্ত হওয়ার দোয়া করা সর্বাধিক শ্রমসাধ্য ও কঠিন বিষয়। এটি কোনো সাধারণ দোয়া নয় বরং এটি অনেক বড় দোয়া। গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দোয়া করা আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যেন মুত্তাকি ও পুণ্যবান গণ্য হওয়া। (আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকী ও পুণ্যবান হতে হবে; নিজেকে পুণ্যবান মনে করবে অথবা লোকেরা পুণ্যবান বলে বেড়াবে-এমন নয়।) অর্থাৎ প্রথম দিকে মানুষের হৃদয়ে যে পর্দা পড়ে থাকে তা দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন। যখন তা দূরীভূ ত হবে তখন অন্যান্য পর্দাও দূর হওয়ার জন্য এতটা পরিশ্রম ও কষ্ট করার প্রয়োজন হবে না, কেননা খোদা তা'লার অনুগ্র হ লাভ হয়ে তার সহস্র সহস্র পাপ নিজে নিজেই দূরভীত হয়ে যায়। ভিতরে যদি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন খোদা তা'লা স্বয়ং তার অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান এবং সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে কিছু চাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে দান করেন, তা সে জাগতিক চাহিদাই হোক না কেন; সেটিও পূর্ণ হয় যায়। এটি একটি সূক্ষ্ম রহস্য যা তখন প্রকাশ পায় যখন মানুষ সেই মর্যাদায় উপনীত হয়। এর পূর্বে এটিকে বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু এটি একটি অনেক বড় চেষ্টা সাধনার কাজ, কেননা দোয়াও একটি সংগ্রাম ও সাধনার দাবি রাখে। যে ব্যক্তি দোয়ার বিষয়ে উদাসীন, দোয়া এড়িয়ে চলে বা দোয়া করে না- আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, তার থেকে দূ রে চলে যান। ত্বরাপরায়ণতা ও তাড়াহুড়ো এখানে কাজে আসে না। ত্বরাপরায়ণতা কাজে আসবে না। খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহ ও কৃপায় যা চান তা দান করেন, যখন চান পুরস্কৃত করতে পারেন। এটি সবসময় মন-মস্তিষ্কে থাকা উচিত- তিনি যা ইচ্ছা ও যখন ইচ্ছা দেন। যাচনাকারীর কাজ এটি নয় যে, তাৎক্ষণিক না দেওয়ার কারণে অভিযোগ ও কুধারণা করবে; বরং ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে চাইতে থাকা উচিত।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪০৬-৪০৭)

অতএব অবিচলতা হলো শর্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো, নিজেকে পবিত্র করার দোয়া; এমন পবিত্রতা যা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্রতা বলে গৃহীত হয়।

দোয়া গৃ হীত হওয়ার জন্য অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়টি বর্ণ না করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, দোয়ায় গৃহীত হওয়ার বৈশিষ্ট্যাবলি তখন সৃষ্টি হয় যখন তা উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার পরম মার্গে উপনীত হয়।

যখন অস্থিরতার চরম সীমায় উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এর গৃহীত হওয়ার চিহ্ন এবং উপকরণও সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রথমে উর্ধ্বলোকে এর উপকরণ সৃষ্টি করা হয়, এরপর পৃথিবীতে এর প্রভাব প্রকাশিত হয়। এটি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করলে সেখান থেকে তাঁর আদেশ জারী হয়ে যায়। এরপর এর প্রভাব পৃথিবীতে আসা শুরু হয়। এটি কোনো সামান্য বিষয় নয়। বরং এ এক মহান সত্য। প্রকৃত সত্য হলো, যদি কেউ খোদা তা'লার বিকাশ দেখতে চায় তবে তার দোয়া করা উচিত।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪০৮-৪০৯)

অনেকে প্রশ্ন করে থাকে, আল্লাহ্ যখন সিদ্ধান্ত করে রাখেন যে, এটি হবে আর আল্লাহ্ তা'লা জানেন এটি হবেই- সেক্ষেত্রে দোয়া করার দরকার কী? দোয়া কেন আবশ্যক?

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন, দোয়া যদি মানুষের হাতে থাকত তাহলে মানুষ যা ইচ্ছা তা করতে পারত। তাই আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, অমুক বন্ধু বা অমুক আত্মীয়ের অমুক কাজ হবেই হবে। অনেকে দোয়ার আবেদন করে থাকেন। আবশ্যক নয় যে, সে দোয়া কবুল হবেই। এ বিষয়টি তো আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে চাইবেন, সেভাবে কবুল করবেন।অনেক সময় অতীব প্রয়োজন অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও দোয়া হয় না। দোয়া চাওয়াও হয়, দোয়ার প্রয়োজনও অনুভূত হয়, কিন্তু হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি হয় না। বরং হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। মানুষ যেহেতু এ রহস্য সম্পর্কে অবগত নয় তাই তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারা বলে, যেহেতু আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে না তাই দোয়া করে লাভ কী? তিনি বলেন, এই অবস্থায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলেভাগ্যের লিখন অর্থাৎ তকদীদের বিষয়টি মানুষ যেভাবে দেখে তা সঠিক! অর্থাৎ যা আমাদের ভাগ্যে লিখিত আছে তা-ই হবে; তাহলে দোয়া করার কী দরকার কিংবা চেষ্টা করারও বা কীদরকার? তিনি বলেন, এর উত্তর হলো, এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী; তিনি জানেন-এটি অবশ্যই হবে। কিন্তু এর মানে এটি নয় যে, আল্লাহ্ অমুক কাজ করতে সক্ষম নন। আল্লাহ্র জানার অর্থ এই নয় যে, ভিন্ন কিছু করা আল্লাহ্র সাধ্যের বাইরে। নিশ্চিত তেমনিই হবে। আর এখন এটি আল্লাহ্র আয়ত্তের বাহিরে চলে গেছে। যদি এসব মানুষের বিশ্বাস এটিই হয়ে থাকে যে, যা হবার তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, এখন আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা নিরর্থক- সেক্ষেত্রে তিনি (আ.) তাদেরকে জাগতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, যদি মাথাব্যথা হয় তাহলে এর চিকিৎসা কেন নাও? কিছুক্ষণ পর মাথা ব্যথা এমনিতেই সেরে যাবে। অথবা মাথাব্যথা হওয়ার থাকলে হবে, ঔষধ খাওয়ার কী দরকার? তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তোমরা ঠাণ্ডা পানি কেন পান করো? কিছু এমন লোকও আছে যারা পানি পান করে না আর এমনিতেই

তৃষ্ণা মিটে যায়। কিন্তু এর মানে এটি নয় যে, সবার তৃষ্ণা মিটে যায়। তৃষ্ণায় মানুষ মারাও যায়। তাহলে তৃষ্ণার্ত হলে ঠাণ্ডা পানি কেন পান করো? পান করার উদ্দেশ্য হলো তৃষ্ণা নিবারণ। আসল কথা হলো, মানুষের চেষ্টাপ্রচেষ্টার কোনো না কোনো ফলাফল অবশ্যই প্রকাশিত হয়। মানুষ যখন চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, দোয়া করে– তখন এসবের ফলাফলও প্রকাশিত হয়। তাই কোনো বিষয় আল্লাহ্ জানলেই সেটি নিশ্চিতরূপে হবে সেটি আবশ্যক নয়। বরং আল্লাহ্ দোয়ার মাধ্যমে অদৃষ্ট পরিবর্তন করে দেন। এক ব্যক্তি অসুস্থ , ডাক্তার তাকে মৃত্যু পথযাত্রী বলে ঘোষণা দিয়ে দেয়। কিন্তু দোয়ার কল্যাণে সে নয় বছর, চার বছর বা দশ বছর বেশি জীবন লাভ করে। এভাবে আল্লাহ্ তার ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। এটি চিরসত্য কথা যে, সকল মানুষ মরণশীল। কিন্তু তাকে আল্লাহ্ সুস্বাস্থ্যময় জীবন দান করেন। তিনি বলেন, দোয়া উত্তম বিষয়, যদি সঠিকরূপে করতে পারো তাহলে ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যায়।

অন্য কিছু না হলেও ক্ষমার মাধ্যম হয়। দোয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হলেও আল্লাহ্ তা'লা তার তত্ত্বাবধান করেন। আর তা এই পৃথিবীতে অথবা পরকালে তার জন্য ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। তার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। তার জন্য পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে যায়। এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আল্লাহ্ কৃপা করা শুরু করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিও শুরু হয়ে যায়। যদি এ জীবনেই ক্ষমার পুরস্কার লাভ হয়ে যায় তাহলে খোদার কৃপার প্রকাশও মানুষ দেখতে শুরু করে। তিনি আরো বলেন, দোয়া না করার কারণে প্রথমে হৃদয়ে মরিচা পড়ে যায় এরপর মন শক্ত হয়ে যায়। মনে করে, দোয়া করার দরকার কী? মানুষ খোদা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। খোদার সাথে সম্পর্কহীনতা তৈরি হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌কে অপরিচিত মনে হতে থাকে। এরপর শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ঈমান হারিয়ে যায়।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪২২-৪২৩)

অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার ওপর থেকে বিশ্বাসই উঠে যায়।

অতএব দোয়া না করার ফলে ধীরে ধীরে এ অবস্থাগুলো সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে প্রথমে মরিচা ধরে, এরপর হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, এরপর নাস্তিকতা সৃষ্টি হয়। এরপর শত্রুতাপূর্ণ চিন্তাধারা হৃদয়ে দানা বাঁধতে থাকে। এরপর এমন সব ধারণা সৃষ্টি হয় যার ফলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ নাস্তিক হয়ে যায়। তাই দোয়ার প্রতি অবশ্যই মনোযোগী হও। ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয় ধ্বংস হয়ে যায়।

অতঃপর কী ধরনের দোয়া ইসলামের জন্য গর্বের কারণ সে বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,দোয়া ইসলামের বিশেষ গর্ব এবং মুসলমানরা এটি নিয়ে খুবই গর্বিত। কিন্তু স্মরণ রেখো! দোয়া মৌখিক বুলি আওড়ানোর নাম নয়, বরং এটি সেই বিষয় যার ফলে হৃদয় খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়াকারীর আত্মা পানির মতো প্রবাহিত হয়ে খোদার দরবারে গিয়ে পৌঁছে এবং নিজ দুর্বলতা ও দোষত্রুটির জন্য সর্বশক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপে শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটি সেই অবস্থা যাকে অন্য ভাষায় মৃত্যু বলা যেতে পারে। এ অবস্থা যদি ভাগ্যে জোটে তখন নিশ্চিত হতে পারো যে, এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া গৃহীত হবার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তাকে পাপ থেকে বাঁচার এবং পুণ্যে অবিচল থাকার বিশেষ শক্তি, কৃপা এবং দৃঢ়তা দান করা হয়। এটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম। কিন্তু বড় সমস্যা হলো, মানুষ দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য ও গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এবং একারণে এ যুগে অনেক মানুষ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কেননা তারা দোয়ার সেসব কার্যকারিতা দেখে না। আর অস্বীকার করার আরেকটি কারণ এটিও যে, তারা বলে, যা হবার তা তো হবেই (অর্থাৎ সেই তকদীর সংক্রান্ত কথা বলে;) দোয়ার কী প্রয়োজন? কিন্তু আমি ভালোভাবে জানি, এটি তো নিতান্ত বাহানা। তাদের যেহেতু দোয়ার অভিজ্ঞতা নেই, এর কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা নেই, সে কারণে তারা এমন কথা বলে বসে। তাদের বিশ্বাস যদি বাস্তবেই এমন হয়ে থাকে তাহলে তারা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা কেন নেয়? যেখানে অন্যান্য জিনিসের মাঝে প্রভাব বিদ্যমান সেখানে আধ্যাত্মিক জগতে কেন প্রভাব থাকবে না? এই জগতের বিষয়াদির মাঝে দোয়া একটি অতি শক্তিশালী অস্ত্র।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৬৩-২৬৪)

অতএব দোয়ার মাঝে প্রভাব রয়েছে কিন্তু কেবল তাদের দোয়ার মাঝে– যারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির ওপর আমল করে, আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার আদায় করে এবং অবিচলতার সাথে করে যায়। আল্লাহ্ তা'লা যে-সব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো করে এবং যে-সব কাজ করতে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, আর তাদের ঈমান বিন্দুমাত্র দোদুল্যমান হয় না বরং ঈমানে উন্নতি করতে থাকে; তবেই কেবল এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়।অতঃপর অবিচলতার সাথে দোয়া করার বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, দোয়া করার সময় ঔদাসীন্য ও হতাশা থাকা উচিত নয় এবং দ্রুত মনোবল হারানো উচিত নয়, বরং ততক্ষণ পিছু হটা উচিত নয় যতক্ষণ দোয়া পূর্ণ কার্যকারিতা প্রকাশ না করে। যারা ক্লান্ত হয়ে যায় এবং হতাশ হয়ে পড়ে তারা ভুল করে, কেননা এটি বঞ্চিত থাকার লক্ষণ। আমার দৃষ্টিতে দোয়া অনেক উত্তম জিনিস এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কল্পনাপ্রসূত কথা নয়, যে সমস্যা কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টায় সমাধান হয় না আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার বদৌলতে সেটিকে সহজ করে দেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, দোয়া অসাধারণ প্রভাববিস্তারী বিষয়।

অসুস্থতা থেকে এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ, জাগতিক কষ্ট ও সমস্যাদি এর ফলে দূর হয়ে থাকে; শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে এটি রক্ষা করে। এমন কী আছে যা দোয়ার মাধ্যমে লাভ করা যায় না? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি মানুষকে পবিত্র করে আর একজন মানুষের, একজন মু মিনের এবং একজন খাঁটি বান্দার মূল উদ্দেশ্য এটিই হওয়া চাই। অধিকন্তু এটি খোদা তা'লার প্রতি জীবন্ত ঈমান প্রদান করে, পাপ থেকে পরিত্রাণ ও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃঢ়তা এর থেকেই লাভ হয়। কত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি– যে দোয়ার প্রতি ঈমান রাখে, কেননা সে আল্লাহ্ তা'লার বিস্ময়কর সব নিদর্শন দেখতে পায় এবং সে খোদা তা'লাকে মহাশক্তিশালী ও উদার খোদা পেয়ে তাঁর সত্তায় ঈমান আনয়ন করে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫-২৬৬)

দোয়া গৃহীত না হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগকারীদের অভিযোগের উত্তরে তিনি (আ.) এক স্থানে লিখেন, "অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহ্ তা'লাকে দোষারোপ করে আর নিজেকে দোষমুক্ত মনে করে বলে, আমরা নামাযও পড়েছি আর দোয়াও করেছি, কিন্তু দোয়া গৃহীত হয় নি। এটি তাদেরই দোষ কেননা মানুষ যতদিন নামায এবং দোয়া আলস্য ও উদাসীনতা থেকে মুক্ত হয়ে না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে না।

যদি মানুষ এমন এক খাবার খায় যেটি বাহ্যত সুমিষ্ট কিন্তু তাতে বিষ মেশানো থাকে, তাহলে মিষ্টতার কারণে বিষের প্রভাব বুঝতে পারবে না, কিন্তু মিষ্টির প্রভাব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই বিষ প্রভাব বিস্তার করে মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ করবে। এ কারণেই উদাসীনতাপূর্ণ দোয়া কবুল হয় না, কেননা উদাসীনতা পূর্বেই নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এটি একেবারেই অসম্ভব যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অনুগত হবে আর তার দোয়া গৃহীত হবেনা। হ্যাঁ, আবশ্যক হলো, দোয়া গৃহীত হবার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি পরিপূর্ণ ভাবে পালন করা।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮-৩১৯)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার শর্তাবলি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার কথা পরিপূর্ণ ভাবে মান্য করা, তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া এবং তাঁর প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়া। যা-ই হোক না কেন মানুষের আল্লাহ্ তা'লার আঁচল পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

আল্লাহ্ তা'লা যে-সব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন দোয়ার পাশাপাশি সেগুলো ব্যবহার করাও জরুরি।

এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, "সত্যকথা হলো, যে ব্যক্তি আমল করে না সে দোয়াও করে না বরং খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে।" তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য ব্যয় করা প্রয়োজন। এটিই 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম' দোয়ার অর্থ । প্রথমেই মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লার রীতি হলো, তিনি উপকরণের মাধ্যমে সংশোধন করে থাকেন। সংশোধনের জন্য তিনি কোনো না কোনো উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়। সেসব লোকের এ বিষয়ে প্রণিধান করা উচিত যারা বলেন, 'দোয়া যখন করছি উপকরণের কী প্রয়োজন?' এ নির্বোধদের ভাবা উচিত, দোয়া নিজেই একটি লুক্কায়িত উপকরণ। দোয়াও একটি উপকরণ যা অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৪)

তিনি (আ.) আরো বলেন, ইসলামের প্রকৃত অর্থ হলো নিজের সন্তুষ্টি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধীন করা। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, মানুষ তার নিজ শক্তিবলে এই মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। হ্যাঁ, মানুষের জন্য আবশ্যক, সে যেন চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে; কিন্তু সেই মর্যাদা লাভের প্রকৃত মাধ্যম হচ্ছে দোয়া। মানুষ দুর্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত না দোয়ার মাধ্যমে শক্তি ও সাহায্য নেয় সে এই দুর্গম গন্তব্য অতিক্রম করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দুর্বল অবস্থা সম্পর্কে বলেন, 'খুলিকাল ইনসানা যয়িফা' অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল করে তৈরি করা হয়েছে। দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নিজ শক্তিবলে এমন উচ্চমর্যাদা ও মহান অর্জনের দাবি একেবারেই বাজে ধারণা।এরজন্য দোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোয়া একপ্রকার মহাশক্তি যার মাধ্যমে বড়ো বড়ো কঠিন কাজ হয়ে যায় এবং দুর্গম গন্তব্যকে মানুষ খুব সহজেই অতিক্রম করে ফেলে, কেননা দোয়া হচ্ছে সেই কল্যাণ ও শক্তি নিজের

মাঝে ধারণ করার রাস্তা, যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে। যে ব্যক্তি অনবরত দোয়ায় রত থাকে সে অবশেষে এই কল্যাণকে আকৃষ্ট করে এবং খোদা তা'লা কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হয়ে নিজ উদ্দেশ্য লাভ করে। শুধু দোয়া খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রথমত দোয়ার পাশাপাশি সর্বাত্মক চেষ্টাসাধনা করা উচিত, এর পাশাপাশি দোয়া করা উচিত। উপকরণ কাজে লাগানো উচিত।

উপকরণ কাজে না লাগানো আর শুধু দোয়ার ওপর নির্ভর করা দোয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং খোদার পরীক্ষা নেওয়া বৈকি! আর শুধু উপকরণের উপর নির্ভর করা আর দোয়াকে কিছুই মনে না করা– এটি নাস্তিকতার নামান্তর।

নিশ্চিত মনে রেখো, দোয়া অত্যন্ত মূল্যবান এক সম্পদ। যে ব্যক্তি দোয়াকে পরিত্যাগ করে না তার ইহকাল–পরকাল হুমকি কবলিত হবে না। সে এমন এক দুর্গে নিরাপদ থাকে যার আশেপাশে সশস্ত্র সিপাহী সর্বদা নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু যে দোয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার হাতে কোনো অস্ত্র নেই, সেইসাথে সে দুর্ব লও বটে।আবার এমন এক জঙ্গালে রয়েছে যা হিংস্র ও বিষাক্ত প্রাণীতে পরিপূর্ণ। সে জানে, সে আদৌ নিরাপদ নয়। এক মুহূর্তের মধ্যেই সে হিংস্র জানোয়ারের শিকারে পরিণত হবে এবং তার হাড়গোড়ের চিহ্নও থাকবে না। এই জন্য স্মরণ রেখো যে, মানুষের পরম সৌভাগ্য ও নিরাপত্তার মূল মাধ্যম হচ্ছে এই দোয়া। যদি সর্বদা সে এই দোয়ায় লেগে থাকে তাহলে এটি তার রক্ষাকবচ।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৯২–১৯৩)

অতঃপর তিনি বলছেন, খোদা তা'লা এক সম্পর্ক দেখতে চান এবং তাঁর সমীপে দোয়া করার জন্য এক সম্পর্কের প্রয়োজন। সম্পর্ক ব্যতীত দোয়া কাজে আসে না। পূর্বের বুযুর্গদের পক্ষ থেকেও এরূপ বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায় যে, দোয়াকারীর সাথে দোয়া–প্রত্যাশীর প্রথমে সম্পর্ক স্থাপনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাজারে চলার সময়ে কেউ কাউকে বলতে পারে না, 'তুমি আমার বন্ধু ', আর না তার জন্য হৃদয়ে কোনো সহানুভূতি থাকতে পারে না। আর দোয়ার জন্য আবেগও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তালার সাথে সম্পর্ক এভাবে গড়া যায় না যে, মানুষ উদাসীনতায় লিপ্ত থাকবে আর শুধু মৌখিক দাবি করবে যে, আমি খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য এক প্রকার বিলীনতার প্রয়োজন। আমরা বারবার আমাদের জামাতকে এই বিষয়টির উপর প্রতিষ্ঠত হওয়ার জন্য বলি, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত জগদ্বিমুখ না হবে, জগতের মোহ ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্র জন্য প্রকৃতিতে সহজাত উচ্ছ্বাস ও আত্মবিলীনতার আবেগ সৃষ্টি না হবে– ততক্ষণ পর্যন্ত অবিচলতা লাভ হওয়া সম্ভব নয়।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪২–৪৩)

অতএব আমাদেরকে এই দিনগুলোতে যখন আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে রমযানের এই বরকতপূর্ণ মাস আমাদের উপহার দিয়েছেন, নিজেদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটিই আমাদের ইহ ও পরকালকে সুসজ্জিত ও সুন্দর করার উপায়।

রমযানের শেষ দশক শুরু হতে যাচ্ছে। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে আমাদের জন্য আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলিকে বাস্ত বায়ন করে, ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করে,রাতের বেলায় উঠে তাঁর সমীপে বিনত হয়ে তাঁর নৈকট্য পাওয়ার প্রচেষ্টায় লেগে থাকা– যেন আমরা সেই হিদায়াত পেতে পারি যে পথে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরিচালিত করতে চান।

রমযানে বিশেষভাবে জামাতের উন্নতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্র রাস্তায় যাঁরা বন্দি আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের মুক্তির সুব্যবস্থা করে দেন।

ইয়েমেনের বন্দিদের জন্য দোয়া করুন; বিশেষ করে জনৈক মহিলার জন্য দোয়া করেন যাকেসেখানে অতি নির্দয়ভাবে এক সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছে যা বাকি বন্দিদের থেকে আলাদা। কিন্তু তিনি পরম ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা প্রদর্শ ন করে সেখানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই তাঁর মুক্তির সুব্যবস্থা করুন। জামা'তের বিষয়ে যে কুধারণা বিরুদ্ধবাদীদের হৃদয়ে বিরাজমান রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা সেই কুধারণা দূর করে দিন।

ফিলিস্তানবাসীদেরও দোয়াতে স্মরণ রাখবেন। বাহ্যত তারা বলছে যে, অনেক পরিবর্তন সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। জাতিসংঘের রেজুলেশন পাশ হয়েছে তাসত্ত্বেও যুলুম–নির্যাতন অব্যাহত আছে। আর পাশ্চাত্যের পরাশক্তিগুলোর দ্বৈত নীতি নগ্নভাবে সামনে আসছে। একই নির্যা তন যখন তাদের নিজেদের মানুষদের সাথে হয় তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে অন্য দেশগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু ইসরাঈলের উপর কোনো বিধি–নিষেধ আরোপ করা হবে না, বরং আমেরিকা সম্প্রতি কয়েক বিলিয়ন ডলারের নিঃশর্ত সাহায্য মঞ্জুর করেছে। কিন্তু ফিলিস্তিন বাসীদের জন্য কয়েক মিলিয়নের সাহায্য মঞ্জুর করে আবার শর্ত দিয়ে দিয়েছে, তারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারবে না অথবা এমন কোনো ফেরামে যাবে না যেখানে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে। অতএব এদের মতো মানুষদের কাছে কী–ইবা আশা করা যায়? দোয়াই একমাত্র ভরসা।একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই আছেন যিনি এ সকল অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। নির্যাতিতদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যথাযথভাবে দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

****

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান- এ খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

২য় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলীঃ

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ উর্দ্ধ এবং অনুর্দ্ধ ২৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চ-মাধ্যমিকে কমপক্ষে৪৫% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।(৩) উর্দু/ ইংরেজি কমপোজিং এ পারদর্শী হতে হবে। টাইপিং এর গতি মিনিটে ৪৫ শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে।

(৫) নিয়োগ কমিশনের পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ: (প্রতিটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

১ম ভাগ: (৩০ নম্বর) কুআন করীম নাজেরা (দেখাপড়া) এবং ১ম পারার অনুবাদ। * চালিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) অনুবাদ।

২য় ভাগ (২০ নম্বর) কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত* জামাত আহমদীয়ার আকিদাসমূহ সম্পর্কে প্রবন্ধ* দুররে সামীন থেকে নযম (শানে ইসলাম)।

৩য় ভাগ: (২০ নম্বর) উচ্চমাধিক স্তরের ইংরেজি।

৪র্থ ভাগ (২০ নম্বর) মাধ্যমিক স্তরের গণিত (অফিসের ইম্প্রেস্ট সম্পর্কি প্রশ্ন)

৫ম ভাগ (১০ নম্বর) সাধারণ জ্ঞান।

৬) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। (৭) লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৯) প্রত্যাশী প্রার্থী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। পরে থাকার বিষয়ে কোন প্রকারের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(শেষাংশ....)

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর তিরোধানের পরের যুদ্ধগুলিতেও মহিলারা অংশগ্রহণ করতে থেকেছে আর আর কিছু কিছু যুদ্ধে মহিলারা নেতৃত্বও দিয়েছে।তিনি হযরত আয়েশার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, সেই সময় কে সঠিক ও আর কে ভুল ছিল তা এখানে বিচার্য নয়।কিন্তু যাইহোক হযরত আয়েশা (রা.) যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। সেই কারণেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরে অবশ্য তিনি উপলব্ধি করেন যে এই যুদ্ধ ভুল হচ্ছে এবং সন্ধির জন্য পতাকা তুলেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যাইহোক সেই যুগে মহিলারাও যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিল। প্রত্যেক কাজ তারা শিখে রাখত আর তারা সাহসীনি ছিল। ঘরে অলস বসে থাকত না। এযুগের জিহাদ হল লেখনীর জেহাদ, বই-পুস্তক বিতরণের জিহাদ ও তবলীগের জিহাদ। অতএব মহিলাদের কাজ হল তবলীগে ভরপুর অংশ গ্রহণ করা এবং তবলীগের জন্য জরুরী আধ্যাত্মিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া। যেটা হল কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করা ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বই-পুস্তক অধ্যায়ন করা, হাদীস থেকে জ্ঞান আহরণ করা এবং নিজের উন্নত আদর্শ মেলে ধরা ও নিজেদের অবস্থাকে ইসলামি শিক্ষাসম্মত তৈরী করা। তবেই ইসলামের সেবা করতে পারবেন। অতএব আমাদের আত্মসমীক্ষা করা উচিত। আমরা কেবল জাগতিকতার পিছনে ধাবিত হব না কি আমরা নিজেদের অঙ্গীকারও পূর্ণ করব। আর সব সময় স্মরণ রাখবেন, মহৎ কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আত্মত্যাগ করতে হয়। নচেত তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অভিযোগ অনুযোগ করবেন। আত্মত্যাগের স্পৃহা তৈরী করুন এবং নিজেদের লজ্জাশীলতার প্রতি যত্নবান থাকুন এবং অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করতে সচেষ্ট হোন। সব সময় স্মরণ রাখবেন যে ইসলামের শিক্ষা অনুশীলন করলে লোকে কি বলবে এই ভেবে কোথাও কোনও রকম হীনমন্যতার শিকার হবেন না। আমরা বস্তুবাদিদের নিজেদের অনুসারী করব আর নিজেদের আদর্শ দিয়ে এই দেশে ইসলাম আহমদীয়াতের পতাকা ওড়াব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আসুন এখন সকলে দোয়া করে নিই।

তবলীগি অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউজ পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথম আমি সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা আমাদের জামাতের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে জানার আপনাদের আগ্রহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনাদের উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতাকে প্রতিফলিত করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ ইসলামের বিরুদ্ধে আরোপিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপবাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই যেগুলি প্রায় সর্বত্র উত্থাপিত হয় এবং সেগুলির উত্তর দিতে চাই। উদাহরণস্বরূপ, এই অভিযোগ আরোপ করা হয় যে ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত চরমপন্থী এবং মুসলমানদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ও ভিন্ন ধর্ম ও ধর্মমতকে জোর করে ধ্বংস করতে এবং কঠোরতা প্রয়োগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এটাও বলা হয় যে, মুসলমানরা অমুসলিমদের হেয় জ্ঞান করে এবং ইসলাম ধর্ম মানবীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয় না কিম্বা সমাজের কিছু শ্রেণীকে, বিশেষ করে মহিলাদেরকে সমান অধিকার দেয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, ইসলামে বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল, ইসলাম ধর্ম নাকি অস্ত্রের বলে প্রসার করা হয়েছিল আর মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার অনুমতি রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে জানা আবশ্যক যে কুরআন করীম, যা সমগ্র ইসলামী শিক্ষামালার মূল, ইসলামের তবলীগের বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়। যেমন সূরা ইউনুসের ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন= 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক চাইলে যা কিছু ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করে তারা সকলে একত্রে ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করতে পার যাতে তারা ঈমান আনয়নকারী হয়?" এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ চাইলে সমস্ত মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারতেন, তবু তিনি মানুষকে নিজে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন-আল্লাহ্ যেখানে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি, তবে কি এটা সম্ভব যে আঁ হযরত (সা.) বা তাঁর অনুসারীরা ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতির বিরুদ্ধাচরণ করবেন? এই একটি মাত্র আয়াত প্রমাণ করছে যে ইসলাম ধর্মীয় বিষয়াদিতে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

অনুরূপভাবে কুরআন মজীদের সূরা কাহাফ এর ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-'তুমি বলে দাও সত্য সেটাই যা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব যে কেউ চায় সে ঈমান আনুক আর যে কেউ চায় সে অস্বীকার করুক।" এই আয়াত একদিকে যেমন ইসলামকে সত্য ঐশী ধর্ম এবং মানবতার পরিত্রাতা হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছে, অপরদিকে এটাও ঘোষণা করছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই শিক্ষামালাকে গ্রহণ করা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে স্বাধীন। ইসলাম মুসলমানদেরকে অস্ত্রের বলে নিজেদের ঈমান জোর করে প্রসারের অনুমতি দেয় না। বরং তাদেরকে যুক্তি, প্রমাণ ও ভালবাসা দিয়ে মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক জয় করার নির্দেশ দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বোপরি ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য শিক্ষা দেয় পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধর্মমত থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার উপর সমাজের ভিত্তি গড়ে তুলতে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা বারবার মুসলমানদের এই আদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন উন্নত নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে, এমনকি দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্মেও উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করুন।

ইসলাম দয়া ও বিনম্রতাকে কেবল নিজেদের প্রিয়জন ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার শিক্ষা দেয় না। এর বিপরীতে কুরআন করীম মুসলমানদেরকে প্রত্যেকের সাথে ন্যায়, প্রত্যেকের হিতকামনা এবং সকলের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আচরণ করার আদেশ দেয়। যেমন কুরআন করীমের সূরা মায়েদার ৯ নং আয়াতে সত্য, বিশ্বস্ততার চিরস্থায়ী ও উৎকৃষ্ট মান প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- কোন জাতির প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনোই অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে।' এই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে-'তোমরা ন্যায়বিচারপূর্ণ আচরণ কর। এটা তাকওয়ার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী।

এই আয়াতে ইসলামের বর্ণিত ন্যায় ও বিচার ব্যবস্থার উচ্চ মানকে বর্ণনা করে। অর্থাৎ যদি কেউ আপনার সাথে মন্দ আচরণও করে বা অত্যাচার করে, তবুও সেই অত্যাচার আপনাকে কখনোই যেন অন্যায্য প্রতিশোধ গ্রহণে বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণে বাধ্য না করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইতিহাস এমন ঘটনায় পরিপূর্ণ যে কিভাবে যুদ্ধ ও পারস্পরিক বিবাদ সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর এই প্রবণতা আজও চলমান। এমন দাবি কি করা যেতে পারে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা যুদ্ধ-কবলিত দেশসমূহে, সেগুলি ধর্মনিরপেক্ষ হোক বা ধর্মসম্মত হোক, ন্যায় বিচারের এমন উচ্চ মান সেখানে বজায় রাখা হচ্ছে? এর উত্তর হচ্ছে, এমনটি হচ্ছে না। একমাত্র ইসলামই এমন ধর্ম যেখানে ন্যায় বিচারের এমন সুস্পষ্ট ও অনন্য নীতি দেখতে পাই। আর এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আধুনিক যুগের মুসলমান দেশগুলিও ইসলামী মানদণ্ড অনুসারে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতে ব্যর্থ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি অভিযোগ যার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে সেটি এই যে, ইসলাম না কি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানির ধর্ম। এই সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা কখনও মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণের বা যুদ্ধ করার খোলাখুলি অনুমতি দেন নি। কুরআন করীম যেখানে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছে, সেটা একান্ত নিরুপায় অবস্থায় এবং কঠিন শর্ত যুক্ত। নিঃসন্দেহে কেউ যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের দিকে তাকায় তবে দেখতে পাবে যে, ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা.) যে সমস্ত যুদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটিই ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। মাতৃভূমি মক্কা শহরে অমুসলিমদের হাতে অকল্পনীয় নির্যাতন ও উৎপীড়নকে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে বছরের পর বছর ধরে সহন করার পর ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীরা আরবের অপর এক শহর মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পরও তারা শান্তিতে থাকতে পান নি। কেননা মক্কার সেনা ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা.)কে হত্যা করার এবং ইসলামকে চিরতরে উপড়ে ফেলার অভিপ্রায় নিয়ে তাদের ধাওয়া করে। এমন চরম পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদানকরেন। এই অনুমতির কথা কুরআন মজীদের সূরা হজ্জ এর ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে-

(এরপর শেষের পাতায়.....)

(২পাতার পর.....)

অধঃপতন ঘটে, নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে যায়, মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়, জগতপিপাসু হয়ে পড়ে তখন জাগতিক বিষয়াদি ও কামনা-বাসনা অবশিষ্ট থাকে। যদিও পুরুষদের আদেশ দেওয়া হয়েছে দৃষ্টি সংযত ও অবনত রাখতে এবং মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি না দিতে, কিন্তু তারা নিবৃত্ত হয় না তাই ইসলাম মহিলাদের রক্ষা করতে আদেশ করেছে। এই কারণে কুরআন শরীফেও লেখা আছে পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমাদের বাচনভঙ্গিতে কিছুটা কঠোরতা থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে কেউ তোমাদের কোমল কণ্ঠকে ভুলভাবে না নেয়। তাই মানুষের প্রকৃতি অনুসারেই আদেশাবলী দেওয়া হয়েছে আর মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রতি অত্যাচার করার জন্য নয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'যদি তোমরা পুরুষদের সংশোধন কর এবং তাদের সংশোধনের নিশ্চয়তা দিতে পার তবে আমি তোমাদের বলব, মহিলাদের পর্দার ক্ষেত্রেও ছাড় হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু পুরুষদের সংশোধন হয় না, আল্লাহ্ তা'লা আদমকে যখন নবুয়তের মর্যাদা দান করেন সেই সময় শয়তান অস্বীকার করেছিল। ইবলিস যখন তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং বলল, 'আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অব্যহতি দাও, আমি তাদেরকে আমার পিছনে পরিচালিত করার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে আমি অব্যহতি দিচ্ছি আর যারা আমার প্রকৃত বান্দা, যারা আমার আদেশ অনুসারে চলে, তারা তোমাকে অনুসরণ করবে না। কিন্তু তবুও শয়তান এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে অধিকাংশ মানুষই আমার পিছনে চলবে। আর এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। অধিকাংশ মানুষই শয়তানের পিছনে চলছে। শয়তানী চিন্তাধারাই তারা পোষণ করে। পুণ্যবান লোকের সংখ্যা কম। তাই যারা মোমেন মহিলা তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদের নিজেদের নিজেদেরকেই রক্ষা করতে হবে। তাই আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মেনে পুরুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখ এবং খোলাখুলি তাদের কাছে নিজেদের প্রকাশ হতে দিও না। আর পুরুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় অনমনীয় ভাব রেখে কথা বল, যাতে কেউ তোমাদের কথার সুযোগ না গ্রহণ করে। অতএব, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা এবং পর্দা করার আদেশ নারী ও পুরুষ উভয়কে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেন যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগ এক হাজার বছরের। একশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, বাকি থাকল নয়শ বছর। এরপর কি নিশ্চিতভাবে কিয়ামত আসবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ সমস্ত বছর যোগ করা হলে এটাই দাঁড়ায়। এরপর কিয়ামত আসবে। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, আমি তোমাকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেগুলি সব পূর্ণ করব। সেগুলি পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ আর তারা সমগ্র জগত প্রত্যক্ষ করবে। এখনও তো অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া বাকি আছে। অনুরূপাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, ঈসা (আ.) এর ধর্ম যখন প্রসার লাভ করেছিল তখন এর জন্য তিনশ বছরের বেশি সময় লেগেছিল, কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ব লেন, তিনশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তোমরা দেখতে পাবে যে ইসলাম আহমদীয়াত পৃথিবীর প্রায় সমগ্র অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যাইহোক এর পর সব কিছু হবে। এখনও তো অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া বাকি আছে। তাই আমরা একথা বলতে পারি না যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যে মিশন ছিল সেটা পূর্ণতা পেয়েছে। মিশন পূর্ণ হওয়া এখনও বাকি আছে। আর যতক্ষণ পযন্ত না পূর্ণ হয় ততক্ষণ আহমদীয়াত উন্নতি করবে। ইনশাআল্লাহ। আহমদীয়াত পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। এরপর কিয়ামতের দৃশ্য দেখা যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই সময় অনেক বেশি পাপের বাড়বাড়ন্ত হবে। সেগুলি অনেক পরের কথা, আমাদের যুগের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই চিন্তিত হবেন না।

একজন অংশগ্রহণকারী প্রশ্ন করেন যে আহমদী মুসলমান ও অ-আহমদী মুসলমানের মাঝে পার্থক্য কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি আহমদীয়াতের বই-পুস্তক অধ্যায়ন করুন, বিশেষ করে Invitaion to Ahmadiyyat পাঠ করুন, যেটি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি এর রচনা। হুযুর আনোয়ার আরও স্পষ্ট করে বলেন- যেমনটি অন্যান্য মুসলমান হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় দিন গুনছেন, আহমদী মুসলমানদের বিশ্বাস, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে আবির্ভুত হয়েছেন।

তাঁর আগমণের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে যা মাহদীর নিদর্শন হিসেবে বর্ণিত হয়েছিল। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের জীবদ্দশাতেই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই গ্রহণ ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে প্রকাশ পায়।

অন্যান্য নিদর্শনাবলী সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও কিছু নিদর্শনাবলী রয়েছে। যে সব বাহন আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে ব্যবহৃত হত সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। বর্তমান যুগের মানুষ উট ও ঘোড়া এই কাজে ব্যবহার করে না। এর স্থানে গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ এবং সামুদ্রিক জাহাজে সফর করা হয়। আসল কথা হল, আমাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর শেষের দিনগুলিতে যে সত্তার সংস্কারক হিসেবে এবং মুসলমানদের ঈমানকে সুদৃঢ় ও ঈমানের নবায়ন করার জন্য আসার কথা ছিল, সেই সংস্কারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সত্তায় এসে গিয়েছেন। কিন্তু অ-আহমদীরা তাঁকে গ্রহণ করছে না। আমাদের দাবি, এই ভবিষ্যদ্বাণী যে যুগ সম্পর্কে ছিল অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে, সেই শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই দাবিও করেছিলেন আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণও হয়েছে।

একজন নওমোবাঈ প্রশ্ন করেন, নওমোবাঈনদের জন্য কি নির্দেশনা দিবেন যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বপ্রথম তাদেরকে কুরআন করীমের প্রথম সূরা ফাতিহার মূল পাঠ্যাংশ শেখা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেছেন, সূরা ফাতিহাকে আরবীতে শেখার চেষ্টা করুন আর সেই সঙ্গে এর অনুবাদও শিখুন। এরপর আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে। সম্ভব হলে বাজামাত নামায পড়ুন। এছাড়াও নফল নামায পড়ুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন যে তিনি যেন আপনার ঈমানকে দৃঢ়তা দান করেন। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। কখনও নামায ত্যাগ করবেন না। একথা সব সময় মনে রাখবেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ। অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠভাবে নামায পড়ুন এবং সিজদায় কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন ও সাহায্য প্রার্থনা করুন। দেখবেন, কয়েক মাসের মধ্যে আপনার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন।

(সৌজন্যে: আলফযল ইন্টারন্যাশনাল: ৮ই মার্চ, ২০২২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা পেতে প্রতিষেধক হিসেবে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এর প্রস্তাবিত হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাপত্র নিম্নোক্ত উপায়ে সেবন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দোয়াও করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতিকে স্বীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দেন। আমীন।

সেবন বিধি	প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য	কিশোরদের জন্য (১০-১৫ বছর)	শিশুদের জন্য (১০ বছরের কম)	গর্ভবতী ও স্তনদানকারী
প্রথম খোরাক	Carcinosin CM	Carcinosin 1000	Carcinosin 200	Carcinosin 1000
১ম খোরাক এর ৭ দিন পর	Radium Brom CM	Radium Brom 1000	Radium Brom 200	Radium Brom 1000
২য় খোরাক এর ৭ দিন পর	Carcinosin CM	Carcinosin 1000	Carcinosin 200	Carcinosin 1000
৩য় খোরাক এর ৭ দিন পর	Radium Brom CM	Radium Brom 1000	Radium Brom 200	Radium Brom 1000
৪র্থ খোরাক এর ৭ দিন পর	Carcinosin CM	Carcinosin 1000	Carcinosin 200	Carcinosin 1000
৫ম খোরাক এর ৭ দিন পর	Radium Brom CM	Radium Brom 1000	Radium Brom 200	Radium Brom 1000

নোট: উপরোক্ত কোর্স পূর্ণ হওয়ার পর দুই মাস পর এই একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 2 May, 2024 Issue No.18

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

'যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর জুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বহিষ্কার করা হইয়াছে যে তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক' আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষদের একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন যাহারা তাঁহার (ধর্মের পথে) সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।'

(সূরা হজ্জ: ৪০-৪১)

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই আয়াত এবিষয়কে প্রতিবিম্বিত করে যে, আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা.)কে কেবল ইসলামের সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার আদেশ দেন নি, বরং কুরআন মজীদ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মক্কাবাসীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ধর্ম ও ধর্মীয় উপাসনাগারগুলিকে ধ্বংস করা। যেমন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মমত প্রকাশের স্বাধীনতার বিশ্বজনীন নীতি প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছে। বস্তুত, ইসলামী শিক্ষামালা অনুসারে যদি কখনও অন্য ধর্মের অনুসারীরা ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা ও অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করতে মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে মুসলমানদের উচিত তাদের সমর্থন করা। যদি এটা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালা হয় তবে আপনাদের এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে যে, হালফিলের বছরগুলিতে সন্ত্রাসীরা ইসলামের নামে ভয়ানক আক্রমণ কেন করেছে? এর উত্তর এই যে, নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য সন্ত্রাসীদের বা যাদের কিছু রাজনীতিক স্বার্থ রয়েছে, তারা কুরআন করীমের কতিপয় আয়াতের একেবারে ভুল প্রতিপাদন করেছে যাতে নিজেদের শয়তানী কামনা-বাসনা এবং স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে। তথাপি, যদি কোন ব্যক্তি এই আয়াতগুলির মূল পাঠ্যাংশকে নিরপেক্ষভাবে অধ্যায়নকরে তবে সে দেখবে যে, ইসলাম কোনও প্রকারের অন্যায় ও অত্যাচারের অনুমতি দেয় না। আর কুরআন করীম বা ইসলামী শিক্ষায় কোন সংঘাত নেই। নিঃসন্দেহে কুরআনের সমস্ত আয়াত পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম ইসলামী সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সূরা নহলের ৯১ নং আয়াতে বর্ণনা করেছে, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

'আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।' (সূরা নহল:৯১)

এই আয়াতের আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বনের আদেশ করছেন। শুধু তাই নয়, বরং এর চেয়ে বেশি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণের আদেশ দিয়েছেন। কুরআন করীম মুসলমানদের নিঃস্বার্থভাবে অপরের সাহায্য করার আদেশ দেয়। এছাড়াও এই আয়াতে মুসলমানদেরকে বিদ্রোহ বা দেশীয় আইনের বিরুদ্ধাচারণ করা থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এই শিক্ষার উপস্থিতিতে একজন সত্য মুসলমানের পক্ষে নিজের দেশের বা দেশের মানুষের জন্য বিপদ হয়ে ওঠার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-'

" এবং তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর- যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করিবার পর ভঙ্গ করিও না, কেননা তোমরা আল্লাহ্কে নিজেদের জামিন করিয়া লইয়াছ। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা জানেন।

(সূরা নহল, আয়াত: ৯২)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, একজন মুসলমানকে কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ বা কথার অন্যথা করা উচিত নয়। নিজেদের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পশ্চিমা দেশগুলিতে অধিকাংশ মুসলমান মুহাজিরদের সেদেশের প্রতি বিশ্বস্ততাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। তথাপি জার্মানী বা অন্য কোন দেশে মুসলমানেরা একজন নাগরিক হিসেবে দেশের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার করে এবং দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার সংকল্প করা। এই অঙ্গীকার রক্ষা করা, দেশের সেবা করা এবং এর উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া তাদের ধর্মীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আঁ হযরত (সা.)এর প্রখ্যাত হাদীস রয়েছে, 'দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।' এই শিক্ষার উপস্থিতিতে একজন মুসসলমানের জন্য বিশ্বস্ত নাগরিক না হওয়া এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? বরং ইসলামী শিক্ষার দাবি হল মুসলমান নিজেদের দেশের জন্য যথাসম্ভব কুরবানী দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সব মুসলমানেরা দেশান্তরী হয়েছে এবং অন্য কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেছে, আজ তারা যে সব দেশকে আপন করে নিয়েছে, আজ তারা একনিষ্ঠভাবে সেই সব নতুন দেশ ও সমাজের অংশ এবং তারা সেই সব দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত। দেশের সঙ্গে একীভূত হওয়া বা সমন্বিত হওয়ার এর থেকে ভাল দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? এছাড়াও তারা দেশের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকারের বিদ্রোহকে নিরস্ত করতে এবং যাবতীয় বে-আইনী কার্যকলাপ ও গতিবিধি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করে। তাই এমন বক্তব্য একেবারেই অমূলক যে, ইসলামী শিক্ষার কারণে মুসলমানেরা অমুসলিম দেশসমূহে সমন্বিত হতে সক্ষম নয়। যদি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কোন মুসলমান মদ্যপান থেকে বিরত থাকে, নৈশ-ক্লাবে গমণ না করে, শালীন পোশাক পরে বা সেই সব কাজ করতে অস্বীকার করে যা তার নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, তবে এর অর্থ এই নয় যে সে সমন্বিত হতে ব্যর্থ। বরং আমি মনে করি সমন্বিত হওয়ার দাবি হল, একজন দেশান্তরী সব সময় তার নতুন দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করবে, এবং এর জন্য সে সকল ধরণের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই ধরণের সমন্বয় এটা সুনিশ্চিত করবে যে সমাজের বৈচিত্র কোনও প্রকার সংঘাতের জন্ম দিবে না। বরং এটি সমাজকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যম হবে আর এর মাধ্যমে নাগরিকদের মাঝে দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলামে সমাজ সেবা করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয়। একজন মুসলমান প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করবে এবং রক্ষা করবে যে কিনা যে কোনও প্রকারের নিরাপত্তাহীনতা কিম্বা কষ্টের মধ্যে আছে। যেমন, কুরআন করীমের সূরা যারিয়াত এর ২০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

'বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হক রহিয়াছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।'

এই আয়াতে কুরআন করীম শিক্ষা দেয় একজন সত্যিকার মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল সে খোদার সমগ্র সৃষ্টির প্রতি যত্নবান থাকবে এবং অভাবীদের সাহায্য করবে, সে সাহায্য প্রার্থনা করুক বা না করুক। মুসলমানদের কারো পক্ষ থেকে সাহায্য প্রার্থনার অপেক্ষা করা উচিত নয়। বরং সমাজে সেই সব মানুষকে চিহ্নিত করে তাদের সাহায্য করা উচিত যারা সমস্যার মধ্যে দিনাতিপাত করছে, যাতে নিজেদের সমস্যা ও বিপদ থেকে তাদের উত্তরণ সম্ভব হয়। এখানে কুরআন করীম শিক্ষা দেয়, কোন কোন কোন প্রাণী বলতে পারে না কিম্বা নিজেদের প্রয়োজনের কথা বোঝাতে পারে না, এর মধ্যে জীবজন্তুও রয়েছে। অনেকে মনে করে, ইসলাম নাকি পশুপাখি পালন করতে বা তাদেরকে ভালবাসতে নিষেধ করে। কিন্তু এই আয়াত মুসলমানদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে থাকা পশুপাখি ও জীবজন্তুদের যত্ন নেওয়ার উপদেশ দেয়। অনুরূপভাবে এই আয়াতটি বন্যপ্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বের উপরও আলোকপাত করে।

(বাকি পরের সংখ্যায়...)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir